BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (9TH VOLUME)

www.banglainternet.com

PART : CHIKITSHA

كِتَابُ الطِّبِّ

চিকিৎসা অধ্যায়

٢٢٧٢. بَابُ مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

২২৭২. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ এমন কোন ব্যাধি অবতীর্ণ করেন নি যার নিরাময়ের কোন উপকরণ সৃষ্টি করেন নি

٥٢٧٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً -

৫২৭৬ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ্ এমন কোন রোগ অবতীর্ণ করেন নি যার নিরাময়ের উপকরণ তিনি সৃষ্টি করেন নি।

٢٢٧٣. بَابُ هَلْ يُدَاوِى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ أَوِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ

২২৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ পুরুষ নারীর এবং নারী পুরুষের চিকিৎসা করতে পারে কি?

٥٢٧٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ رُبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نَسْقِي الْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ وَنَرُدُّ الْقَتْلَى وَالْجَرْحٰى إِلَى الْمَدِيْنَةِ -

৫২৭৭ কুতায়বা (র)..... রুবায়ঈ বিনত মু'আওয়ায ইব্ন 'আফরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নবী ﷺ -এর সংগে যুদ্ধে শরীক হতাম। তখন আমরা লোকজনকে পানি পান করাতাম, তাদের সেবা-যত্ন করতাম এবং নিহত ও আহতদের মদীনায় পৌঁছে দিতাম।

banglainternet.com

٢٢٧٤. بَابُ الشِّفَاءِ فِيْ ثَلاَثٍ

২২৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ তিনটি জিনিসের মধ্যে রোগের নিরাময় আছে

٥٢٧٨ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا سَالِمٌ الأَفْطَسُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ الشِّفَاءُ فِي ثَلاَثَةٍ : شَرْبَةِ عَسَلٍ ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةٍ بِنَارٍ ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ * رَفَعَ الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ الْقُمِّيُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْعَسَلِ وَالْحَجْمِ -

৫২৭৮ হুসায়ন (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তিনটি জিনিসের মধ্যে রোগমুক্তির ব্যবস্থা নিহিত আছে। মধু পান করা ও ব্যবহার করা, শিংগা লাগান এবং আগুন (তপ্ত লৌহ) দিয়ে দাগ লাগানো। তবে আমি আমার উম্মতকে আগুন দিয়ে দাগ লাগাতে নিষেধ করছি। হাদীসটি 'মারফূ'। কুম্মী হাদীসটি লায়স, মুজাহিদ, ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে فِي الْعَسَلِ وَالْحَجْمِ শব্দে বর্ণনা করেছেন।

٥٢٧٩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ أَبُو الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الشِّفَاءُ فِي ثَلاَثَةٍ : فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ -

৫২৭৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুর রাহীম (র)..... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রোগমুক্তি তিনটি জিনিসের মধ্যে নিহিত। শিংগা লাগানোতে, মধু পানে এবং আগুন দিয়ে গরম দাগ দেওয়ার মধ্যে। তবে আমি আমার উম্মতকে আগুন দিয়ে গরম দাগ দিতে নিষেধ করি।

٢٢٧٥. بَابُ الدَّوَاءِ بِالْعَسَلِ ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

২২৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ মধুর সাহায্যে চিকিৎসা করা। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এর মধ্যে রয়েছে মানুষের জন্য নিরাময়

٥٢٨٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءُ وَالْعَسَلُ -

৫২৮০ 'আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ মিষ্টি জাত দ্রব্য ও মধু বেশী পছন্দ করতেন।

٥٢٨١ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْغَسِيلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ ، أَوْ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ ، فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ ، تُوَافِقُ الدَّاءَ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ -

banglainternet.com

৫২৮১ আবূ নু'আইম (র)..... জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের ঔষধসমূহের কোনটির মধ্যে যদি কল্যাণ বিদ্যমান থেকে থাকে তাহলে তা রয়েছে শিংগাদানের মধ্যে কিংবা মধু পানের মধ্যে কিংবা আগুনের দ্বারা ঝলসিয়ে দেয়ার মধ্যে। তবে তা রোগ অনুযায়ী হতে হবে। আর আমি আগুন দ্বারা দাগ দেওয়াকে পছন্দ করি না।

٥٢٨٢ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَخِيْ يَشْتَكِيْ بَطْنَهُ ، فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلاً ، ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَةَ ، فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلاً ، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ فَعَلْتُ فَقَالَ صَدَقَ اللهُ ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيْكَ ، اسْقِهِ عَسَلاً ، فَسَقَاهُ فَبَرَأَ -

৫২৮২ 'আয়্যাশ ইব্ন ওয়ালীদ (র)..... আবূ সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট এসে বলল ঃ আমার ভাইয়ের পেটে অসুখ হয়েছে। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তাকে মধু পান করাও। এরপর লোকটি দ্বিতীয়বার আসলে তিনি বললেন ঃ তাকে মধু পান করাও। সে তৃতীয়বার আসলে তিনি বললেন ঃ তাকে মধু পান করাও। এরপর লোকটি পুনরায় এসে বলল ঃ আমি অনুরূপই করেছি। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ সত্য বলেছেন, কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট অসত্য বলছে। তাকে মধু পান করাও। সে তাকে মধু পান করাল। এবার সে আরোগ্য লাভ করল।

٢٢٧٦ . بَابُ الدَّوَاءِ بِأَلْبَانِ الْإِبِلِ

২২৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ উটের দুধের সাহায্যে চিকিৎসা

٥٢٨٣ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ مِسْكِيْنٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَاسًا كَانَ بِهِمْ سَقَمٌ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ آوِنَا وَأَطْعِمْنَا ، فَلَمَّا صَحُّوْا ، قَالُوْا إِنَّ الْمَدِيْنَةَ وَخِمَةٌ ، فَأَنْزَلَهُمُ الْحَرَّةَ فِيْ ذَوْدٍ لَهُ ، فَقَالَ اشْرَبُوْا أَلْبَانَهَا ، فَلَمَّا صَحُّوْا قَتَلُوْا رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتَاقُوْا ذَوْدَهُ فَبَعَثَ فِيْ آثَارِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَكْدِمُ الْأَرْضَ بِلِسَانِهِ حَتَّى يَمُوْتَ * قَالَ سَلاَّمٌ فَبَلَغَنِيْ أَنَّ الْحَجَّاجَ قَالَ لِأَنَسٍ حَدِّثْنِيْ بِأَشَدِّ عُقُوْبَةٍ عَاقَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثَهُ بِهٰذَا فَبَلَغَ الْحَسَنَ فَقَالَ وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ -

৫২৮৩ মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। কতিপয় লোক রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল, তারা বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের আশ্রয়দান করুন এবং আমাদের আহারের ব্যবস্থা করে দিন। এরপর যখন তারা সুস্থ হল, তখন তারা বলল ঃ মদীনার বায়ু ও আবহাওয়া

banglainternet.com

অনুকূল নয়। তখন তিনি তাদের তাঁর কতগুলো উট নিয়ে 'হাররা' নামক স্থানে থাকতে দিলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ তোমরা এগুলোর দুধ পান কর। যখন তারা আরোগ্য লাভ করল তখন তারা নবী ﷺ -এর রাখালকে হত্যা করে ফেলল এবং তাঁর উটগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলল। তিনি তাদের পেছনে ধাওয়াকারীদের পাঠালেন। এরপর তিনি তাদের হাত পা কেটে দেন এবং তাদের চক্ষুগুলোকে ফুঁড়ে দেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তিকে দেখেছি। সে নিজের জিহবা দিয়ে মাটি কামড়াতে থাকে এবং অবশেষে মারা যায়। বর্ণনাকারী সাল্লাম বলেন ঃ আমার নিকট সংবাদ পৌছেছে যে হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ আনাস (রা)কে বলেছিলেন, আপনি আমাকে কঠোরতম শাস্তি সম্পর্কে বর্ণনা করুন, যেটি নবী ﷺ প্রয়োগ করেছিলেন। তখন তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। এ সংবাদ হাসান বসরীর নিকট পৌছলে তিনি বলেছিলেন ঃ যদি তিনি এ হাদীস বর্ণনা না করতেন তবে সেটাই আমার মতে ভাল ছিল।

٢٢٧٧ . بَابُ الدَّوَاءِ بِأَبْوَالِ الْإِبِلِ

২২৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ উটের প্রস্রাবের সাহায্যে চিকিৎসা

٥٢٨٤ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا اجْتَوَوْا فِي الْمَدِينَةِ ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ ، يَعْنِي الْإِبِلَ ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا ، فَلَحِقُوا بِرَاعِيهِ، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَلُحَتْ أَبْدَانُهُمْ فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَسَقُوا الْإِبِلَ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ فَجِيءَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ قَالَ قَتَادَةُ فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ .

৫২৮৪ মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। কতিপয় ব্যক্তি মদীনায় তাদের প্রতিকূল আবহাওয়া অনুভব করল। তখন নবী ﷺ তাদের হুকুম দিলেন, তারা যেন তাঁর রাখাল অর্থাৎ তাঁর উটগুলোর কাছে গিয়ে থাকে এবং উটের দুধ ও পেশাব পান করে। সুতরাং তারা রাখালের সংগে গিয়ে মিলিত হল এবং উটের দুধ ও পেশাব পান করতে লাগল। অবশেষে তাদের শরীর সুস্থ হলে তারা রাখালটিকে হত্যা করে ফেলে এবং উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। নবী ﷺ -এর নিকট এ সংবাদ পৌছলে তিনি তাদের তালাশে লোক পাঠান। এরপর তাদের ধরে আনা হল। এরপর তিনি তাদের হাত পা কেটে দেন। এবং তাদের চক্ষুগুলো ফুঁড়ে দেন। কাতাদা (র) বলেছেনঃ মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, এটি হুদূদ (শাস্তির আইন) নাযিল হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা।

banglainternet.com

٢٢٧٨ . بَابُ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

২২৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ কালো জিরা

৫২৮৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بْنُ أَبْجَرَ فَمَرِضَ فِي الطَّرِيْقِ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَ هُوَ مَرِيْضٌ ، فَعَادَهُ ابْنُ أَبِيْ عَتِيْقٍ فَقَالَ لَنَا عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الْحُبَيْبَةِ ا لسَّوْدَاءِ فَخُذُوْا مِنْهَا خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَاسْحَقُوْهَا ، ثُمَّ اقْطُرُوْهَا فِيْ أَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ زَيْتٍ فِيْ هٰذَا الْجَانِبِ ، وَفِيْ هٰذَا الْجَانِبِ ، فَإِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْنِيْ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ هٰذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ ، إِلاَّ مِنَ السَّامِ ، قُلْتُ وَمَا السَّامُ ؟ قَالَ الْمَوْتُ -

৫২৮৫ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ শায়বা (র)..... খালিদ ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (যুদ্ধের উদ্দেশ্যে) বের হলাম। আমাদের সংগে ছিলেন গালিব ইব্ন আবজার। তিনি পথে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এরপর আমরা মদীনায় আসলাম তখনও তিনি অসুস্থ ছিলেন। তাঁকে দেখাশুনা করতে আসেন ইব্ন আবূ 'আতীক। তিনি আমাদের বললেন ঃ তোমরা এই কালো জিরা সংগে রেখো। এ থেকে পাঁচটি কিংবা সাতটি দানা নিয়ে পিষে ফেলবে, তারপর তন্মধ্যে যায়তুনের কয়েক ফোঁটা তৈল ঢেলে দিয়ে তার নাকের এ দিক-ওদিকের ছিদ্র পথে ফোঁটা ফোঁটা করে ঢুকিয়ে দেবে। কেননা, 'আয়েশা (রা) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন ঃ এই কালো জিরা 'সাম' ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ। আমি বললাম ঃ 'সাম' কি জিনিস? তিনি বললেন ঃ 'সাম' অর্থ মৃত্যু।

৫২৮৬ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ، شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ ، إِلاَّ السَّامُ * قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَالسَّامُ الْمَوْتُ ، وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّوْنِيْزُ -

৫২৮৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (রা)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছেন ঃ কালো জিরা 'সাম' ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ। ইব্ন শিহাব বলেছেন ঃ আর 'সাম' অর্থ হল মৃত্যু। আর কালো জিরা 'শূনীয'-কে বলা হয়।

٢٢٧٩ . بَابُ التَّلْبِيْنَةِ لِلْمَرِيْضِ

২২৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ রোগীর জন্য তালবীনা বা তরল জাতীয় লঘুপাক খাদ্য

banglainternet.com

৫২৮৭ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ مُوْسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِيْنِ لِلْمَرِيْضِ وَالْمَحْزُوْنِ عَلَى الْهَالِكِ

وَكَانَتْ تَقُوْلُ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ التَّلْبِيْنَةَ تُجِمُّ فُؤَادَ الْمَرِيْضِ وَتَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ -

৫২৮৭ হিব্বান ইব্‌ন মূসা (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রোগীকে এবং কারো মৃত্যুর কারণে শোকাতুর ব্যক্তিকে তরল জাতীয় খাদ্য গ্রহণের আদেশ দিতেন। তিনি বলতেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, 'তালবীনা' রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কলিজা দৃঢ় করে এবং অনেক দুশ্চিন্তা দূর করে দেয়।

٥٢٨٨ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِيْنَةِ وَتَقُوْلُ هُوَ الْبَغِيْضُ النَّافِعُ -

৫২৮৮ ফারওয়া ইব্‌ন আবুল মাগরা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তালবীনা খেতে আদেশ দিতেন এবং বলতেন ঃ এটি হল অপছন্দনীয়, তবে উপকারী।

٢٢٨٠ . بَابُ السَّعُوْطِ

২২৮০. পরিচ্ছেদ ঃ নাসিকায় ঔষধ ব্যবহার

٥٢٨٩ حَدَّثَنَا مُعَلَّى ابْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ -

৫২৮৯ মু'আল্লা ইব্‌ন আসাদ (র)..... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ শিংগা লাগিয়েছেন এবং শিংগা প্রয়োগকারী ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক দিয়েছেন আর তিনি (শ্বাস দ্বারা) নাকে ঔষধ টেনে নিয়েছেন।

٢٢٨١ . بَابُ السَّعُوْطِ بِالْقُسْطِ الْهِنْدِيِّ وَ الْبَحْرِيِّ وَ هُوَ الْكُسْتُ مِثْلَ الْكَافُوْرِ وَ الْقَافُوْرِ مِثْلَ كُشِطَتْ نُزِعَتْ وَقَرَأَ عَبْدُ اللهِ قُشِطَتْ

২২৮১. পরিচ্ছেদ ঃ ভারতীয় ও সামুদ্রিক এলাকার চন্দন কাঠের (ধোঁয়ার) সাহায্যে নাকে ঔষধ টেনে নেওয়া। "قُسْطٌ" কে "كُسْتٌ" ও বলা হয়। যেমন 'كَافُوْر'কে 'قَافُوْر' ও বলা যায়। অনুরূপভাবে "كُشِطَتْ" কে "قُشِطَتْ" পড়া যায়। "كُشِطَتْ"এর অর্থ হল نُزِعَتْ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) قُشِطَتْ পড়েছেন

banglainternet.com

٥٢٩٠ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيْهِ

سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِابْنٍ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّ عَلَيْهِ -

৫২৯০ সাদাকা ইব্‌ন ফাযল (রা)...... উম্মে কায়স বিন্‌ত মিহসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা ভারতীয় এই চন্দন কাঠ ব্যবহার করবে। কেননা তার মধ্যে সাত ধরনের চিকিৎসা (নিরাময়) রয়েছে। শ্বাসনালীর ব্যথার জন্য এর (ধোঁয়া) নাক দিয়ে টেনে নেয়া যায়, নিউমোনিয়া দূর করার জন্যও তা সেবন করা যায়। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি নবী ﷺ - এর কাছে আমার এক শিশু পুত্রকে নিয়ে এলাম, সে খাবার খেতে চাইত না। এ সময় সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনার জন্য ডেকে পাঠালেন। এরপর তিনি কাপড়ে পানি ঢেলে দিলেন।

٢٢٨٢ . بَابُ أَيِّ سَاعَةٍ يَحْتَجِمُ وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلاً

২২৮২. পরিচ্ছেদ ঃ কোন্ সময় শিংগা লাগাতে হয়। আবূ মূসা (রা) রাতে শিংগা লাগাতেন

٥٢٩١ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ -

৫২৯১ আবূ মা'মার...... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ সাওমরত অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন।

٢٢٨٣ . بَابُ الْحَجْمِ فِي السَّفَرِ وَالْإِحْرَامِ قَالَهُ ابْنُ بُحَيْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২২৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ সফর ও ইহ্‌রাম অবস্থায় শিংগা লাগানো। ইব্‌ন বুজায়না (রা) এ ব্যাপারে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন

٥٢٩٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ -

৫২৯২ মুসাদ্দাদ (র)...... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন।

٢٢٨٤ . بَابُ الْحِجَامَةِ مِنَ الدَّاءِ

২২৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ রোগ নিরাময়ের জন্য শিংগা লাগানো

banglainternet.com

٥٢٩٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ

مَوَالِيهِ فَخَفَّفُوا عَنْهُ وَقَالَ أَنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ وَقَالَ لاَ تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ -

৫২৯৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে শিংগা প্রয়োগ পারিশ্রমিক দানের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তখন তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিংগা লাগিয়েছেন। আবূ তায়বা তাঁকে শিংগা লাগায়। এরপর তিনি তাকে দুই সা' খাদ্যবস্তু প্রদান করেন। সে তার মালিকদের সংগে এ ব্যাপারে আলোচনা করলে তারা তাঁর থেকে পারিশ্রমিকের পরিমাণ লাঘব করে দেয়। নবী ﷺ আরো বলেন ঃ তোমরা যে সকল জিনিসের দ্বারা চিকিৎসা কর, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হল শিংগা লাগানো এবং সামুদ্রিক চন্দন কাঠ ব্যবহার করা। তিনি আরো বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের শিশুদের জিহবা, তালু টিপে কষ্ট দিও না। বরং তোমরা চন্দন কাঠ (ধোঁয়া) ব্যবহার করাও।

٥٢٩٤ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَغَيْرُهُ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا دعَا الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ لاَ أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ فِيهِ شِفَاءً -

৫২৯৪ সা'ঈদ ইব্‌ন তালীদ (র)...... 'আসিম ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন কাতাদা থেকে বর্ণিত যে, জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) অসুস্থ মুকান্নাকে দেখতে যান। এরপর তিনি বলেন ঃ আমি সরবো না, যতক্ষণ না তাকে শিংগা লাগানো হয়। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয় এর (শিংগার) মধ্যে রয়েছে নিরাময়।

٢٢٨٥. بَابُ الْحِجَامَةِ عَلَى الرَّأْسِ

২২৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ মাথায় শিংগা লাগানো

٥٢٩٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُحَيْنَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ احْتَجَمَ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ * وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ احْتَجَمَ فِي رَأْسِهِ -

৫২৯৫ ইসমা'ঈল (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুজায়না (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় মক্কার পথে 'লাহয়ি জামাল' নামক স্থানে তাঁর মাথার মধ্যখানে শিংগা লাগান। আনসারী (র) হিশাম ইব্‌ন হাস্‌সান (র) ইকরামার সূত্রে ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মাথায় শিংগা লাগান।

banglainternet.com

٢٢٨٦ . بَابُ الْحَجْمِ مِنَ الشَّقِيقَةِ وَالصُّدَاعِ

২২৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ অর্ধেক মাথা কিংবা পুরো মাথা ব্যথার কারণে শিংগা লাগানো

٥٢٩٦ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَأْسِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ لَحْيُ جَمَلٍ * وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بِهِ -

৫২৯৬ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, মাথায় বেদনার কারণে নবী ﷺ ইহ্‌রাম অবস্থায় 'লাহয়ি জামাল' নামক একটি কূপের নিকটে মাথায় শিংগা লাগান। মুহাম্মদ ইব্ন সাওয়া (রা) হিশাম (র)..... ইব্ন 'আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় অর্ধ মাথা বেদনার কারণে তাঁর মাথায় শিংগা লাগান।

٥٢٩٧ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ ، فَفِي شَرْبَةِ عَسَلٍ ، أَوْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ ، أَوْ لَذْعَةٍ مِنْ نَارٍ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ -

৫২৯৭ ইসমা'ঈল ইব্ন আবান (র)..... জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ যদি তোমাদের ঔষধসমূহের কোনটির মধ্যে কল্যাণ বিদ্যমান থাকে, তাহলে তা আছে মধুপান করার মধ্যে কিংবা শিংগা লাগানোর মধ্যে কিংবা আগুন দ্বারা দাগ লাগানোর মধ্যে। তবে আমি আগুনের দাগ দেওয়াকে পছন্দ করি না।

٢٢٨٧ . بَابُ الْحَلْقِ مِنَ الْأَذَى

২২৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ কষ্টের কারণে মাথা মুড়িয়ে ফেলা

٥٢٩٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبٍ هُوَ ابْنُ عُجْرَةَ قَالَ أَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ بُرْمَةٍ وَالْقَمْلُ ، يَتَنَاثَرُ عَنْ رَأْسِي فَقَالَ أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً * قَالَ أَيُّوبُ لَا أَدْرِي بِأَيِّهِنَّ بَدَأَ

banglainternet.com

৫২৯৮ মুসাদ্দাদ (র)..... কা'ব ইব্ন 'উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হুদায়বিয়ার সফরকালে নবী ﷺ আমার কাছে আসলেন। আমি তখন পাতিলের নীচে আগুন দিতেছিলাম, আর

আমার মাথা থেকে তখন উকুন ঝরছিল। তিনি বললেন ঃ তোমার উকুনগুলো তোমাকে কি খুব যন্ত্রণা দিচ্ছে? আমি বললাম ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি মাথা মুন্ডন করে নাও এবং তিন দিন সাওম পালন কর অথবা ছয়জন (মিসকীন) কে আহার দাও, কিংবা একটি কুরবানীর পশু যবাহ্ করে নাও। আইউব (র) বলেন ঃ আমি সঠিক বলতে পারি না, এগুলোর মধ্যে প্রথমে তিনি কোন্‌টির কথা বলেছেন।

٢٢٨٨ . بَابُ مَنِ اكْتَوَى أَوْ كَوَى غَيْرَهُ وَفَضْلِ مَنْ لَمْ يَكْتَوِ

২২৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আগুনের দ্বারা দাগ দেয় কিংবা অন্যকে দাগ লাগিয়ে দেয় এবং যে ব্যক্তি এভাবে দাগ দেয়নি তার ফযীলত

٥٢٩٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنُ الْغَسِيْلِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ كَانَ فِيْ شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ شِفَاءٌ ، فَفِيْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ -

৫২৯৯ আবুল ওয়ালীদ হিশাম ইব্‌ন 'আবদুল মালিক (র)..... জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যদি তোমাদের চিকিৎসাগুলোর কোন্‌টির মধ্যে নিরাময় থাকে, তাহলে তা রয়েছে শিংগা লাগানোর মধ্যে কিংবা আগুনের দ্বারা দাগ লাগানোর মধ্যে, তবে আমি আগুনের দ্বারা দাগ দেয়াকে পছন্দ করি না।

٥٣٠٠ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَّةٍ فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّوْنَ مَعَهُمُ الرَّهْطُ ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ ، حَتَّى رُفِعَ لِيْ سَوَادٌ عَظِيْمٌ ، قُلْتُ مَا هٰذَا أُمَّتِيْ هٰذِهِ قِيْلَ هٰذَا مُوْسٰى وَقَوْمُهُ ، قِيْلَ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلأُ الْأُفُقَ ثُمَّ قِيْلَ لِيْ انْظُرْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا فِيْ أُفَاقِ السَّمَاءِ فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلأَ الْأُفُقَ قِيْلَ هٰذِهِ أُمَّتُكَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هٰؤُلاَءِ سَبْعُوْنَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوْا نَحْنُ الَّذِيْنَ آمَنَّا بِاللهِ وَاتَّبَعْنَا رَسُوْلَهُ فَنَحْنُ هُمْ أَوْلاَدُنَا الَّذِيْنَ وُلِدُوْا فِي الْإِسْلاَمِ ، فَإِنَّا وُلِدْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَخَرَجَ فَقَالَ هُمُ الَّذِيْنَ لاَ يَسْتَرْقُوْنَ وَلاَ يَتَطَيَّرُوْنَ وَلاَ يَكْتَوُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ فَقَالَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ نَعَمْ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا قَالَ سَبَقَكَ عُكَّاشَةُ -

banglainternet.com

৫৩০০ 'ইমরান ইব্ন মায়সারা (র)..... 'ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বদ-নযর কিংবা বিষাক্ত দংশন ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যাপারে ঝাড়ফুঁক নেই। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর এ হাদীস আমি সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র (র)-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বললেন ঃ আমাদের নিকট ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমার সামনে সকল উম্মতকে পেশ করা হয়েছিল। (তখন আমি দেখেছি) দু'একজন নবী পথ অতিক্রম করতে লাগলেন এমতাবস্থায় যে, তাঁদের সংগে রয়েছে লোকজনের ছোট ছোট দল। কোন কোন নবী এমনও রয়েছেন যাঁর সংগে একজনও নেই। অবশেষে আমার সামনে তুলে ধরা হল বিশাল সমাবেশ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এটা কি? এ কি আমার উম্মত? উত্তর দেয়া হল ঃ না, ইনি মূসা (আ)-এর সংগে তাঁর কাওম। আমাকে বলা হল ঃ আপনি ঊর্ধ্বাকাশের দিকে তাকান। তখন দেখলাম ঃ বিশাল একটি দল যা দিগন্তকে ঢেকে রেখেছে। তারপর আমাকে বলা হল ঃ আকাশের দিগন্তের এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করুন। তখন দেখলাম ঃ বিশাল একটি দল, যা আকাশের দিগন্তসমূহ ঢেকে দিয়েছে। তখন বলা হল ঃ এরা হল আপনার উম্মত। আর তাদের মধ্য থেকে সত্তর হাজার ব্যক্তি বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারপর নবী ﷺ ঘরে চলে গেলেন। উপস্থিতদের কাছে কথাটির কোন ব্যাখ্যা প্রদান করলেন না। (যে বিনা হিসাবের লোক কারা হবে?) ফলে উপস্থিত লোকজনের মধ্যে তর্ক বিতর্ক শুরু হল। তারা বলল ঃ আমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর রাসূল ﷺ -এর অনুসরণ করে থাকি। সুতরাং আমরাই তাদের অন্তর্ভুক্ত। কিংবা তারা হল আমাদের সে সকল সন্তান-সন্ততি যারা ইসলামের যুগে জন্মগ্রহণ করেছে। আর আমাদের জন্ম হয়েছে জাহেলী যুগে। নবী ﷺ -এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন ঃ তারা হল সে সব লোক যারা মন্ত্র পাঠ করে না, বদফালী গ্রহণ করে না এবং আগুনের সাহায্যে দাগ লাগায় না। বরং তারা তো তাদের রবের উপরই ভরসা করে থাকে। তখন উক্কাশা ইব্ন মিহ্সান (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাদের মধ্যে কি আমি আছি? তিনি বললেন ঃ হাঁ। তখন আরেকজন দাঁড়িয়ে বলল ঃ তাদের মধ্যে কি আমিও আছি? তিনি বললেন ঃ উক্কাশা এ সুযোগ তোমার আগেই নিয়ে গেছে।

٢٢٨٩. بَابُ الْأَثْمِدِ وَالْكُحْلِ مِنَ الرَّمَدِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ

২২৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ চোখের রোগের কারণে সুরমা ব্যবহার করা। উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকেও বর্ণনা রয়েছে

٥٣٠١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، فَذَكَرُوهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ وَذَكَرُوا لَهُ الْكُحْلَ وَأَنَّهُ يُخَافُ عَلَى عَيْنِهَا ، فَقَالَ لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا أَوْ فِي أَحْلاَسِهَا فِي شَرِّ بَيْتِهَا فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بَعْرَةً فَلاَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

banglainternet.com

৫৩০১ মুসাদ্দাদ (র)..... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈকা মহিলার স্বামী মারা গেলে তার চোখে অসুখ দেখা দেয়। লোকজন নবী ﷺ -এর কাছে মহিলার কথা উল্লেখ করে সুরমা ব্যবহারের কথা আলোচনা করল এবং তার চোখ আশংকাগ্রস্থ বলে জানাল। তখন তিনি বললেন ঃ তোমাদের এক একটি মহিলার অবস্থাতো এরূপ ছিল যে, তার ঘরে তার সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাপড়ে আচ্ছাদিত হয়ে থাকত কিংবা তিনি বলেছেন ঃ সে তার কাপড়ের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে তার সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঘরে (বছরের পর বছর ধরে) অবস্থান করতে থাকতো। এরপর যখন কোন কুকুর হেঁটে যেত, তখন সে কুকুরটির দিকে উটের বিষ্ঠা নিক্ষেপ করে (বেরিয়ে আসার অনুমতি লাভ করতো)। কাজেই, সে চোখে সুরমা লাগাবে না বরং চার মাস দশ দিন পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে।

٢٢٩٠. بَابُ الْجُذَامِ * وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلِيْمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ

২২৯০. পরিচ্ছেদ ঃ কুষ্ঠ রোগ। 'আফ্ফান (র) বলেন, সালীম ইব্ন হায়য়ান, আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রোগের কোন সংক্রমণ নেই, কুলক্ষণ বলতে কিছু নেই, পেঁচা অশুভের প্রতীক নয়, সফর মাসের কোন অশুভ নেই। কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরে থাক, যেভাবে তুমি দূরে থাক বাঘ থেকে

٢٢٩١ . بَابُ الْمَنُّ شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

২২৯১. পরিচ্ছেদ ঃ জমাট শিশির চোখের জন্য শেফা

٥٣٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ * قَالَ شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ شُعْبَةُ لَمَّا حَدَّثَنِي بِهِ الْحَكَمُ لَمْ أُنْكِرْهُ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْمَلِكِ -

৫৩০২ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... সা'ঈদ ইব্ন যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ ছত্রাক এক জাতীয় শিশির থেকে হয়ে থাকে। আর এর রস চোখের জন্য শেফা। শু'বা (র) বলেন ঃ হাকাম ইব্ন উতায়বা (র) নবী ﷺ থেকে আমার কাছে এরূপ বর্ণনা করেছেন। শু'বা (র) বলেন ঃ হাকাম যখন আমাকে হাদীসটি বর্ণনা করেন তখন আবদুল মালিক বর্ণিত হাদীসকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন নি।

banglainternet.com

٢٢٩٢ . بَابُ اللَّدُوْدِ

২২৯২. পরিচ্ছেদ ঃ রোগীর মুখের ভিতর ঔষধ ঢেলে দেওয়া

٥٣٠٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مُوْسَى بْنُ أَبِيْ عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مَيِّتٌ قَالَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ لَدَدْنَاهُ فِيْ مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيْرُ إِلَيْنَا أَنْ لاَ تَلُدُّوْنِيْ فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَ لَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّوْنِيْ ، قُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ ، فَقَالَ لاَ يَبْقَى فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلاَّ لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلاَّ الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ ـ

৫৩০৩ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র)..... ইব্ন 'আব্বাস (রা) ও 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ বক্‌র (রা) নবী ﷺ -এর মৃতদেহ মুবারকে চুমু দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, 'আয়েশা (রা) আরো বলেন, নবী ﷺ -এর অসুখের সময় আমরা তাঁর মুখে ঔষধ ঢেলে দিলাম। তখন তিনি আমাদের ইশারা দিতে থাকলেন যে, তোমরা আমার মুখে ঔষধ ঢেল না। আমরা মনে করলাম এটা ঔষধের প্রতি একজন রোগীর অরুচি প্রকাশ মাত্র। এরপর তিনি যখন সুস্থবোধ করলেন তখন বললেন ঃ আমি কি তোমাদের আমার মুখে ঔষধ ঢেলে দিতে নিষেধ করিনি? আমরা বললাম ঃ আমরাতো ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ অনীহা মনে করেছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ আমি এখন যাদের এ ঘরে দেখতে পাচ্ছি তাদের সকলের মুখেই ওষুধ ঢালা হবে। 'আব্বাস (রা) ছাড়া কেউ বাদ যাবে না। কেননা, তিনি তোমাদের সংগে উপস্থিত ছিলেন না।

٥٣٠٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ قَالَتْ دَخَلْتُ بِابْنٍ لِيْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ عَلَى مَا تَدْغَرْنَ أَوْ لاَدْكُنَّ بِهٰذَا الْعِلاَقِ ، عَلَيْكُنَّ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ ، مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ ، وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ فَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُوْلُ بَيْنَ لَنَا اثْنَيْنِ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا خَمْسَةً ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ مَعْمَرًا يَقُوْلُ : أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ ، قَالَ لَمْ يَحْفَظْ أَعْلَقْتُ عَنْهُ ، حَفِظْتُهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ ، وَوَصَفَ سُفْيَانُ الْغُلاَمَ يُحَنَّكُ بِالإِصْبَعِ وَأَدْخَلَ سُفْيَانُ فِيْ حَنَكِهِ ، إِنَّمَا يَعْنِيْ رَفَعَ حَنَكَهُ بِاصْبَعِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ أَعْلَقُوْا عَنْهُ شَيْئًا ـ

banglainternet.com

৫৩০৪ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র)..... উম্মে কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এক পুত্র সন্তানকে নিয়ে নবী ﷺ -এর নিকট গেলাম। ছেলেটির আলাজিহ্বা ফোলার কারণে আমি তা দাবিয়ে দিয়েছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ এ ধরনের রোগ-ব্যাধি দমনে তোমরা

নিজেদের সন্তানদের কেন কষ্ট দিয়ে থাক? তোমরা ভারতীয় চন্দন কাঠ ব্যবহার কর। কেননা, তাতে সাত রকমের নিরাময় বিদ্যমান। তন্মধ্যে আছে পাজরের ব্যথা। আলাজিহ্বা ফোলার কারণে এটির ধোয়া নাক দিয়ে টেনে নেয়া যায়। পাজরের ব্যথার রোগীকে তা সেবন করান যায়।[১] সুফিয়ান বলেন ঃ আমি যুহরীকে বলতে শুনেছি যে, তিনি আমাদের কাছে দু'টির কথা বর্ণনা করেছেন। আর পাঁচটির কথা বর্ণনা করেন নি। বর্ণনাকারী 'আলী বলেন ঃ আমি সুফিয়ানকে বললাম মা'মার স্মরণ রাখতে পারেন নি। তিনি বলেছেন 'علقت عليه' আর যুহরী তো বলেছেন, 'أعلقت عنه' শব্দ দ্বারা। আমি তাঁর মুখ থেকে শুনে মুখস্থ করেছি। আর সুফিয়ানের রেওয়াতে তিনি ছেলেটির অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন যে, আঙ্গুলের সাহায্যে যার তালু দাবিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ সময় সুফিয়ান নিজের তালুতে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে দেখিয়েছেন অর্থাৎ তিনি তাঁর আঙ্গুলের দ্বারা তালুকে তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু 'علقوا عنه شيئا' এভাবে কেউই বর্ণনা করেন নি।

٢٢٩٣ بَابُ

২২৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ

٥٣٠٥ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ فِي الأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَآخَرَ ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ هَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ، الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ ؟ قُلْتُ لاَ ، قَالَ هُوَ عَلِيٌّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهَا ، وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ ، هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ ، لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ ، قَالَتْ فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ ، حَتَّى جَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ، قَالَتْ وَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ، فَصَلَّى لَهُ وَخَطَبَهُمْ -

৫৩০৫ বিশ্র ইব্ন মুহাম্মাদ (র)..... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রোগযন্ত্রণা বেড়ে গেল এবং তীব্র আকার ধারণ করল, তখন তিনি তাঁর সহধর্মিণীগণের কাছে অনুমতি চাইলেন যে, তিনি যেন আমার গৃহে অসুস্থ কালীন সময় অবস্থান করতে পারেন। এরপর তাঁরা অনুমতি দিলে তিনি দু'ব্যক্তি অর্থাৎ আব্বাস (রা) ও আরেকজনের সাহায্যে এভাবে বেরিয়ে আসলেন যে, যমীনের উপর তাঁর দু'পা হেঁচড়াতে ছিল। (বর্ণনাকারী

banglainternet.com

১. ঘষে পানি মিশিয়ে তা সেবন করা যেতে পারে।

বলেন) আমি ইব্ন 'আব্বাস (রা)-কে হাদীসটি অবহিত করলে তিনি বলেন ঃ আপনি কি জানেন, আরেক ব্যক্তি – যার নাম 'আয়েশা (রা) উল্লেখ করেন নি, তিনি কে ছিলেন? আমি উত্তর দিলামঃ না। তিনি বললেন ঃ তিনি হলেন ঃ আলী (রা)। 'আয়েশা (রা) বলেন ঃ যখন তাঁর রোগ-যন্ত্রণা আরো তীব্র হল তখন তিনি বললেন, যে সব মশ্‌কের মুখ এখনো খোলা হয়নি এমন সাত মশ্‌ক পানি আমার গায়ের উপর ঢেলে দাও। আমি লোকজনের কাছে কিছু অসীয়ত করে আসার ইচ্ছা পোষণ করছি। তিনি বলেন, তখন আমরা তাঁকে তাঁর সহধর্মিণী হাফ্‌সা (রা)-এর একটি কাপড় কাচার জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসালাম। এরপর তাঁর গায়ের উপর সেই মশ্‌কগুলো থেকে পানি ঢালতে লাগলাম। অবশেষে তিনি আমাদের দিকে ইশারা দিলেন যে, তোমরা কাজ সমাধা করেছ। তিনি বলেন ঃ এরপর তিনি লোকজনের দিকে বেরিয়ে গেলেন। আর তাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন এবং তাদের সামনে খুত্‌বা দিলেন।

٢٢٩٤ . بَابُ الْعُذْرَةِ

২২৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ উযরা-আলাজিহ্বা যন্ত্রণা রোগের বর্ণনা

٥٣٠٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةَ أَسَدَ خُزَيْمَةَ ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ ﷺ بِابْنٍ لَهَا قَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مَا تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ * يُرِيدُ الْكُسْتَ ، وَهُوَ الْعُودُ الْهِنْدِيُّ ، وَقَالَ يُونُسُ وَإِسْحٰقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَلِقَتْ عَلَيْهِ -

৫৩০৬ আবুল ইয়ামান (র)..... 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। আসাদ গোত্রের অর্থাৎ আসাদে খুযায়মা গোত্রের উম্মে কায়স বিন্‌ত মিহসান আসাদিয়া (রা) ছিলেন প্রথম যুগের হিজরতকারিণীদের অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা নবী ﷺ -এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। আর তিনি ছিলেন উক্কাশা (রা)-এর বোন। তিনি বলেছেন যে, তিনি তাঁর এক ছেলেকে নিয়ে নবী ﷺ -এর নিকট এসে ছিলেন। ছেলেটির আলাজিহ্বা ফোলার কারণে তিনি তা দাবিয়ে দিয়েছিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা এ সকল ব্যাধি দমনে তোমাদের সন্তানদের কেন কষ্ট দিয়ে থাক? তোমরা এই ভারতীয় চন্দন কাঠ সংগ্রহ করে রেখে দিও। কেননা এতে সাত রকমের চিকিৎসা আছে। তন্মধ্যে একটি হল পাঁজর ব্যথা। কথাটির দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হল কোস্ত। আর কোস্ত হলো হিন্দী চন্দন কাঠ। ইউনুস ও ইসহাক ইব্ন রাশিদ-যুহরী থেকে 'علقت عليه' শব্দে বর্ণনা করেছেন।

banglainternet.com

٢٢٩٥ . بَابُ دَوَاءِ الْمَبْطُوْنِ

২২৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ পেটের পীড়ার চিকিৎসা

٥٣٠٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ ، فَقَالَ أَسْقِهِ عَسَلاً ، فَسَقَاهُ فَقَالَ إِنِّي سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ اسْتِطْلاَقًا ، فَقَالَ صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيْكَ * تَابَعَهُ النَّضْرُ عَنْ شُعْبَةَ -

৫৩০৭ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল যে, আমার ভাইয়ের পেট খারাপ হয়েছে। নবী ﷺ বললেন, তাকে মধু পান করাও। সে তাকে মধু সেবন করাল। এরপর বলল, আমি তাকে মধু পান করিয়েছি কিন্তু পীড়া আরো বেড়ে চলছে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ সত্য বলেছেন, কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট অসত্য প্রতিপন্ন করেছে। নযর (র) শু'বা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٢٩٦ . بَابُ صَفَرٍ، وَهُوَ دَاءٌ يَأْخُذُ الْبَطْنَ

২২৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ 'সফর'[১] পেটের পীড়া ব্যতীত কিছুই নয়

٥٣٠٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَغَيْرُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَمَا بَالُ إِبِلِي تَكُوْنُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيَأْتِي الْبَعِيْرُ الأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا فَقَالَ فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ * رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ -

৫৩০৮ 'আবদুল 'আযীয ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রোগের কোন সংক্রমণ নেই, সফরের কোন কুলক্ষণ নেই, পেঁচার মধ্যেও কোন কুলক্ষণ নেই। তখন জনৈক বেদুঈন বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহলে আমার উটের এ অবস্থা হয় কেন? সে গুলো যখন চারণ ভূমিতে থাকে তখন সেগুলো যেন মুক্ত হরিণের পাল। এমন অবস্থায়

banglainternet.com

১. 'সফর' আরবী মাসের নাম। আইয়্যামে জাহিলিয়াতে এই মাসকে অশুভ মাস মনে করা হত। মূলতঃ এ ধারণা অমূলক আর এক অর্থে সফর এক প্রকার রোগ। সেকালে ধারণা করা হতো, এই রোগে পেটে সাপ জন্মে, এর দংশনে রোগীর মৃত্যু হয় এবং এই রোগ ছোঁয়াচে। মূলতঃ এ ধারণা ভিত্তিহীন।

চর্মরোগা উট এসে সেগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং এগুলোকেও চর্ম রোগাক্রান্ত করে ফেলে। নবী ﷺ বললেনঃ তাহলে প্রথমটিকে চর্ম রোগাক্রান্ত কে করেছে? যুহরী হাদীসটি আবূ সালামা ও সিনান ইব্‌ন আবূ সিনান (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٢٩٧ . بَابُ ذَاتِ الْجَنْبِ

২২৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ পাঁজরের ব্যথা

٥٣٠٩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عِتَابُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ اللاَّتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهِيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنُ مِحْصَنٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا قَدْ عَلَّقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ ، فَقَالَ اتَّقُوا اللهَ عَلَى مَا تَدْغَرُونَ أَوْلاَدَكُمْ بِهَذِهِ الأَعْلاَقِ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُرِيدُ الْكُسْتَ يَعْنِي الْقُسْطَ، قَالَ وَهِيَ لُغَةٌ -

৫৩০৯ মুহাম্মদ (র)..... 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, উম্মে কায়স বিন্‌ত মিহসান, তিনি ছিলেন প্রথম কালের হিজরতকারিণী উক্কাশা ইব্‌ন মিহসান (রা)-এর বোন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বায়'আত গ্রহণকারিণী মহিলা সাহাবী। তিনি বলেছেন ঃ তিনি তাঁর এক ছেলেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আসেন। ছেলেটির আলাজিহ্বা ফুলে গিয়েছিল। তিনি তা দাবিয়ে দিয়েছিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্‌কে ভয় কর, কেন তোমরা তোমাদের সন্তানদের তালু দাবিয়ে কষ্ট দাও। তোমরা এই ভারতীয় চন্দন কাঠ ব্যবহার কর। কেন্‌না, এতে রয়েছে সাত প্রকারের চিকিৎসা। তন্মধ্যে একটি হল পাঁজরের ব্যথা। কাঠ বলে নবী ﷺ -এর উদ্দেশ্য হল কোস্ত। 'قسط' শব্দেও তার আভিধানিক ব্যবহার আছে।

٥٣١٠ حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ قُرِيَ عَلَى أَيُّوبَ مِنْ كُتُبِ أَبِي قِلاَبَةَ مِنْهُ مَا حَدَّثَ بِهِ وَمِنْهُ مَا قُرِيَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ هُذَا فِي الْكِتَابِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ وَأَنَسَ بْنَ النَّضْرِ كَوَيَاهُ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِهِ * وَقَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَذِنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ أَنْ يَرْقُوا مِنَ الْحُمَةِ وَالأُذُنِ * قَالَ أَنَسٌ كُوِيتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حَيٌّ وَشَهِدَنِي أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو طَلْحَةَ كَوَانِي -

banglainternet.com

৫৩১০ 'আরিম (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ তালহা ও আনাস ইব্ন নাযর (রা) তাকে আগুন দিয়ে দাগ দিয়েছেন। আর আবূ তালহা (রা) তাকে নিজ হাতে দাগ দিয়েছেন। 'আব্বাদ ইব্ন মানসূর বলেন, আইউব আবূ কিলাবা..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আনসারদের জনৈক পরিবারের লোকদের বিষাক্ত দংশন ও কান ব্যথা জনিত কারণে ঝাড়ফুঁক গ্রহণ করার জন্য অনুমতি দেন। আনাস (রা) বলেন ঃ আমাকে পাঁজর ব্যথা রোগের কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর জীবিত থাকাকালে আগুন দিয়ে দাগ দেয়া হয়েছিল। তখন আমার নিকট উপস্থিত ছিলেন আবূ তাল্হা আনাস ইব্ন নাযর এবং যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)। আর আবূ তালহা (রা) আমাকে দাগ দিয়েছিলেন।

٢٢٩٨. بَابُ حَرْقِ الْحَصِيْرِ لِيَسُدَّ بِهِ الدَّمُ

২২৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য চাটাই পুড়িয়ে ছাই লাগানো

٥٣١١ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ لَمَّا كُسِرَتْ عَلَى رَأْسِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْبَيْضَةُ وَأُدْمِيَ وَجْهُهُ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَكَانَ عَلِيٌّ يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي الْمِجَنِّ وَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ الدَّمَ يَزِيْدُ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَةً عَمَدَتْ إِلَى حَصِيْرٍ فَأَحْرَقَتْهَا وَأَلْصَقَتْهَا عَلَى جُرْحِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَرَقَأَ الدَّمُ -

৫৩১১ সা'ঈদ ইব্ন উফায়র (র)..... সাহল ইব্ন সা'দ সা'ঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ -এর মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ (হেলমেট) চূর্ণ করে দেয়া হল, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল এবং তাঁর রুবাঈ দাঁত ভেংগে গেল, তখন আলী (রা) ঢাল ভর্তি করে পানি দিতে থাকলেন এবং ফাতিমা (রা)-এসে তাঁর চেহারা মুবারক থেকে রক্ত ধুয়ে দিতে লাগলেন। ফাতিমা (রা) যখন দেখলেন যে, পানি ঢালার পরেও অধিক পরিমাণ রক্ত ঝরে চলছে, তখন তিনি একটি চাটাই নিয়ে এসে তা পুড়ালেন এবং নবী ﷺ -এর যখমের উপর ছাই লাগিয়ে দিলেন। ফলে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল।

٢٢٩٩. بَابُ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

২২৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ জ্বর জাহান্নামের উত্তাপ থেকে হয়

٥٣١٢ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ * قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُوْلُ أَكْشِفْ عَنَّا الرِّجْزَ -

banglainternet.com

৫৩১২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়মান (র)..... ইব্ন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ জ্বর জাহান্নামের উত্তাপ থেকে সৃষ্টি হয়। কাজেই তা পানির সাহায্যে নিভিয়ে দাও। নাফি (র) বলেন, 'আবদুল্লাহ্ (রা) তখন বলতেন ঃ আমাদের উপর থেকে শাস্তিকে হাল্কা কর।

٥٣١٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ قَدْ حُمَّتْ تَدْعُوْ لَهَا أَخَذَتِ الْمَاءَ فَصَبَّتْهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَبْرُدَهَا بِالْمَاءِ -

৫৩১৩ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র)..... ফাতিমা বিনত্ মুনযির (র) থেকে বর্ণিত যে, আসমা বিনত আবূ বক্র (রা)-এর নিকট যখন কোন জ্বরাক্রান্ত মহিলাকে দু'আর জন্য আনা হত, তখন তিনি পানি হাতে নিয়ে সেই মহিলার জামার ফাঁক দিয়ে তার গায়ে ছিটিয়ে দিতেন এবং বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের আদেশ দিতেন, আমরা যেন পানি দিয়ে জ্বর ঠাণ্ডা করে দেই।

٥٣١٤ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ -

৫৩১৪ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... 'আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ জ্বর জাহান্নামের উত্তাপ থেকে হয়। কাজেই তোমরা পানির দ্বারা তা ঠাণ্ডা করো।

٥٣١٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْحُمَّى مِنْ فَوْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ -

৫৩১৫ মুসাদ্দাদ (র)..... রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ জ্বর জাহান্নামের উত্তাপ থেকে সৃষ্টি হয়। কাজেই তোমরা তা পানির দ্বারা ঠাণ্ডা করে নিও।

٢٣٠٠. بَابُ مَنْ خَرَجَ مِنْ أَرْضٍ لاَ تُلاَئِمُهُ

২৩০০. পরিচ্ছেদ ঃ অনুকূল নয় এমন এলাকা থেকে বেরিয়ে যাওয়া

٥٣١٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَاسًا أَوْ رِجَالاً مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَتَكَلَّمُوْا بِالإِسْلاَمِ وَقَالُوْا يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيْفٍ وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِيْنَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوْا فِيْهِ فَيَشْرَبُوْا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَانْطَلَقُوْا حَتَّى كَانُوْا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوْا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَقَتَلُوْا رَاعِيَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

banglainternet.com

وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ وَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتُرِكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ -

৫৩১৬ আবদুল আ'লা ইব্ন হাম্মাদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, উকক্বাল ও উরায়না গোত্রের কতিপয় মানুষ কিংবা তিনি বলেছেন, কতিপয় পুরুষ লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে ইসলাম সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করল। এরপর তারা বলল ঃ হে আল্লাহ্র নবী। আমরা ছিলাম পশু পালন অঞ্চলের অধিবাসী, আমরা কখনো চাষাবাদকারী ছিলাম না। অতএব মদীনায় বসবাস করা তাদের জন্য অনুপযোগী হলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের জন্য কিছু উট ও একজন রাখাল দেওয়ার আদেশ দিলেন এবং তাদের হুকুম দিলেন যেন এগুলো নিয়ে যায় এবং এগুলোর দুধ ও পেশাব পান করে। এরপর তারা রওয়ানা হয়ে যখন 'হাররা' এলাকার কাছাকাছি গিয়ে পৌছল, তখন তারা ইসলাম ত্যাগ করে কুফরী অবলম্বন করল এবং তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রাখালটিকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। নবী ﷺ -এর কাছে এ খবর পৌছল। তিনি তাদের পেছনে অনুসন্ধানকারী দল পাঠালেন। (ধরে আনার পর) নবী ﷺ তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত আদেশ দিলেন। সে মতে সাহাবায়ে কেরাম তাদের চক্ষুগুলো ফুঁড়ে দিলেন, তাদের হাতগুলো কেটে দিলেন এবং তাদের হাররা এলাকায় ফেলে রাখা হল। অবশেষে তারা সেই অবস্থায় মারা গেল।

٢٣٠١. بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الطَّاعُونِ

২৩০১. পরিচ্ছেদ ঃ প্লেগ রোগের বর্ণনা

٥٣١٧ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا ، فَقُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ يُحَدِّثُ سَعْدًا وَلاَ يُنْكِرُهُ -

৫৩১৭ হাফ্স ইব্ন উমর (র)..... উসামা ইব্ন যায়েদ (রা) থেকে, তিনি সা'দ (রা)-এর কাছে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যখন তোমরা কোন্ এলাকায় প্লেগের প্রাদুর্ভাবের সংবাদ শোন, তখন সেই এলাকায় প্রবেশ করো না। আর তোমরা যেখানে অবস্থান কর, তথায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে সেখান থেকে বেরিয়ে যেয়ো না। (বর্ণনাকারী হাবীব ইব্ন আবূ সাবিত বলেন) আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আপনি কি উসামা (রা)-কে এ হাদীস সা'দ (রা)-এর কাছে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, তিনি (সা'দ) তাতে কোন অসম্মতি প্রকাশ করেন নি? ইব্রাহীম ইব্ন সা'দ বলেন ঃ হাঁ।

banglainternet.com

٥٣١٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ ادْعُ لِيَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ ، وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا نَرَى أَنْ تُقَدِّمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبَاءِ ، فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي ، ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِيَ الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ ، فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي ، ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِيَ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ ، فَقَالُوا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقَدِّمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبَاءِ ، فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ ، إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ : أَ فِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللهِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ ، نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ ، إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ ، وَ الْأُخْرَى جَدْبَةٌ ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ ، قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ ، فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي فِي هٰذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ -

৫৩১৮ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)..... 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, 'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) সিরিয়ার দিকে যাত্রা করেছিলেন। অবশেষে তিনি যখন সারগ এলাকায় গেলেন, তখন তাঁর সংগে সৈন্য বাহিনীর প্রধানগণ তথা – আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ্ ও তাঁর সংগীগণ সাক্ষাত করেন। তাঁরা তাঁকে অবহিত করেন যে, সিরিয়া এলাকায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, তখন 'উমর (রা) বলেন ঃ আমার নিকট প্রবীণ মুহাজিরদের ডেকে আনো। তখন তিনি তাঁদের ডেকে আনলেন। 'উমর (রা) তাঁদের সিরিয়ায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটার কথা অবহিত করে তাঁদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। তখন তাঁদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হল। কেউ

banglainternet.com

বললেন ঃ আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বের হয়েছেন; কাজেই তা থেকে ফিরে যাওয়াকে আমরা পছন্দ করি না। আবার কেউ কেউ ,বললেন ঃ আপনার সংগে রয়েছেন শেষ অবশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীগণ, কাজেই আমাদের কাছে ভাল মনে হয় না যে, আপনি তাদের এই প্লেগের মধ্যে ঠেলে দেবেন। 'উমর (রা) বললেন ঃ তোমরা আমার নিকট থেকে চলে যাও। এরপর তিনি বললেন ঃ আমার নিকট আনসারদের ডেকে আনো। আমি তাদের ডেকে আনলাম। তিনি তাদের কাছে পরামর্শ চাইলে তাঁরাও মুহাজিরদের পথ অবলম্বন করলেন এবং তাঁদের ন্যায় মতভেদ করলেন। 'উমর (রা) বললেন ঃ তোমরা উঠে যাও। এরপর আমাকে বললেন ঃ এখানে যে সকল বয়োজ্যেষ্ঠ কুরায়শী আছেন, যাঁরা মক্কা বিজয়ের বছর হিজরাত করেছিলেন, তাদের ডেকে আনো। আমি তাদের ডেকে আনলাম, তখন তাঁরা পরস্পরে কোন মতপার্থক্য করেন নি। তাঁরা বললেন ঃ আপনার লোকজনকে নিয়ে ফিরে যাওয়া এবং তাদের প্লেগের কবলে আপনার ঠেলে না দেওয়াই আমাদের কাছে ভাল মনে হয়। তখন উমর (রা) লোকজনের মধ্যে ঘোষণা দিলেন যে, আমি ভোরে সাওয়ারীর পিঠে আরোহণ করবো (ফিরে যাওয়ার জন্য)। এরপর ভোরে সকলে এভাবে প্রস্তুতি নিল। আবূ 'উবায়দা (রা) বললেন ঃ আপনি কি আল্লাহ্র নির্ধারণকৃত তাকদীর থেকে পলায়ন করার জন্য ফিরে যাচ্ছেন? 'উমর (রা) বললেন ঃ হে আবূ উবায়দা! যদি তুমি ছাড়া অন্য কেউ কথাটি বলতো! হাঁ, আমরা আল্লাহ্র এক তাকদীর থেকে আল্লাহ্র অন্য একটি তাকদীরের দিকে ফিরে যাচ্ছি। তুমি বলত, তোমার কিছু উটকে যদি তুমি এমন কোন উপত্যকায় নিয়ে যাও আর সেখানে আছে, দু'টি মাঠ। তন্মধ্যে একটি হল সবুজ শ্যামল, আর অন্যটি হল শুষ্ক ও ধূসর। এবার বল ব্যাপারটি কি এমন নয় যে, যদি তুমি সবুজ মাঠে চরাও তাহলে তা আল্লাহ্র তাকদীর অনুযায়ীই চরিয়েছ। আর যদি শুষ্ক মাঠে চরাও, তাহলে তাও আল্লাহ্র তাকদীর অনুযায়ীই চরিয়েছ। বর্ণনাকারী বলেন, এমন সময় 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আউফ (রা) আসলেন। তিনি এতক্ষণ যাবত তাঁর কোন প্রয়োজনের কারণে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন ঃ এ ব্যাপারে আমার নিকট একটি তথ্য আছে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা যখন কোন এলাকায় (প্লেগের) প্রাদুর্ভাবের কথা শোন, তখন সেখানে প্রবেশ করো না। আর যদি কোন এলাকায় এর প্রাদুর্ভাব নেমে আসে, আর তোমরা সেখানে থাকো, তাহলে পলায়ন করে সেখান থেকে বেরিয়ে যেয়ো না। বর্ণনাকারী বলেন ঃ এরপর 'উমর (রা) আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন, তারপর প্রত্যাবর্তন করলেন।

٥٣١٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغٍ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ وَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ -

banglainternet.com

৫৩১৯ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)..... 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'উমর (রা) সিরিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হন। এরপর তিনি 'সারগ' নামক স্থানে পৌঁছলে তাঁর কাছে সংবাদ আসলো যে সিরিয়া এলাকায় মহামারী দেখা দিয়েছে। তখন 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আউফ (রা) তাঁকে অবহিত করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমরা কোন স্থানে এর প্রাদুর্ভাবের কথা শোন, তখন সে এলাকায় প্রবেশ করো না; আর যখন এর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়, আর তোমরা সেখানে বিদ্যমান থাকো, তাহলে তা থেকে পলায়ন করার উদ্দেশ্যে সেখান থেকে বেরিয়ে যেয়ো না।

٥٣٢٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ الْمَسِيْحُ وَلاَ الطَّاعُوْنُ -

৫৩২০ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মদীনা নগরীতে প্রবেশ করতে পারবে না মাসীহ্ দাজ্জাল, আর না মহামারী।

٥٣٢١ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ حَدَّثَتْنِيْ حَفْصَةُ بِنْتُ سِيْرِيْنَ قَالَتْ قَالَ لِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَحْيٰى بِمَا مَاتَ ، قُلْتُ مِنَ الطَّاعُوْنِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ -

৫৩২১ মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র)..... হাফসা বিন্ত সীরীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আনাস ইব্ন মালিক (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়াহ্ইয়া কি রোগে মারা গেছে? আমি বললাম ঃ প্লেগ রোগে। তিনি বললেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্লেগ রোগের কারণে মৃত্যুবরণ প্রত্যেক মুসলিমের জন্য শাহাদাত হিসাবে গণ্য।

٥٣٢٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ وَالْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ.

৫৩২২ আবূ আসিম (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ উদরাময় রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ, আর প্লেগ রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ।

٢٣٠٢. بَابُ أَجْرِ الصَّابِرِ فِي الطَّاعُوْنِ

২৩০২. পরিচ্ছেদ ঃ প্লেগ রোগে ধৈর্যধারণকারীর সাওয়াব

٥٣٢٣ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حِبَّانُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُوْنِ فَأَخْبَرَهَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللهُ عَلٰى مَنْ يَشَاءُ فَجَعَلَهُ اللهُ رَحْمَةً

banglainternet.com

لِلْمُؤْمِنِيْنَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُوْنَ فَيَمْكُثُ فِيْ بَلَدِهِ صَابِرًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيْبَهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ الشَّهِيْدِ * تَابَعَهُ النَّضْرُ عَنْ دَاوُدَ -

৫৩২৩ ইসহাক (রা)..... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে প্লেগ রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন আল্লাহ্র নবী ﷺ তাঁকে অবহিত করেন যে, এটি হচ্ছে এক প্রকারের আযাব। আল্লাহ্ যার উপর তা পাঠাতে ইচ্ছা করেন, পাঠান। কিন্তু আল্লাহ্ এটিকে মুমিনদের জন্য রহমত স্বরূপ বানিয়ে দিয়েছেন। অতএব প্লেগ রোগে কোন্ বান্দা যদি ধৈর্য ধারণ করে, এই বিশ্বাস নিয়ে আপন শহরে অবস্থান করতে থাকে যে, আল্লাহ্ তার জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তা ব্যতীত আর কোন বিপদ তার উপর আসবে না; তাহলে সেই বান্দার জন্য থাকবে শহীদ ব্যক্তির সাওয়াবের সমান সাওয়াব। দাউদ থেকে নাযরও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣٠٣. بَابُ الرُّقَى بِالْقُرْآنِ وَالْمُعَوِّذَاتِ

২৩০৩. পরিচ্ছেদ ঃ কুরআন পড়ে এবং কুরআনের সূরা নাস ও ফালাক (মু'আব্বিযাত) পড়ে ফুঁক দেওয়ার বর্ণনা

٥٣٢٤ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْفُثُ عَلٰى نَفْسِهِ فِيْ الْمَرَضِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ ، فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ وَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا ، فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ كَيْفَ يَنْفُثُ ؟ قَالَ كَانَ يَنْفِثُ عَلٰى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ -

৫৩২৪ ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যে রোগে ওফাত পান সেই রোগের সময়ে তিনি নিজ দেহে 'মু'আব্বিযাত' (সূরা নাস ও ফালাক) পড়ে ফুঁক দিতেন। এরপর যখন রোগ তীব্র হয়ে গেল, তখন আমি সেগুলো পড়ে ফুঁক দিতাম। আর আমি তাঁর নিজের হাত তাঁর দেহের উপর বুলিয়ে দিতাম। কেননা, তাঁর হাতে বরকত ছিল। রাবী বলেন ঃ আমি যুহরীকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কিভাবে ফুঁক দিতেন? তিনি বললেন ঃ তিনি তাঁর দুই হাতের উপর ফুঁক দিতেন, এরপর সেই হাতদ্বয় দ্বারা আপন মুখমন্ডল বুলিয়ে নিতেন।

٢٣٠٤. بَابُ الرُّقَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ : وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

banglainternet.com

২৩০৪. পরিচ্ছেদ ঃ সূরায়ে ফাতিহার দ্বারা ফুঁক দেওয়া। ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে নবী ﷺ সূত্রে এ ব্যাপারে উল্লেখ আছে

৫৩২৫ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ. فَلَمْ يَقْرُوهُمْ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ ، مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ ؟ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا ، وَلاَ نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ ، فَقَالُوا لاَ نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ -

৫৩২৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর সাহাবীদের মধ্যে কতিপয় সাহাবী আরবের এক গোত্রের নিকট আসলেন। গোত্রের লোকেরা তাদের কোন মেহমানদারী করল না। তাঁরা সেখানে থাকা কালেই হঠাৎ সেই গোত্রের নেতাকে সর্প দংশন করলো। তখন তারা এসে বলল ঃ আপনাদের কাছে কি কোন ঔষধ আছে কিংবা আপনাদের মধ্যে ঝাড়-ফুঁকারী কোন লোক আছেন কি? তাঁরা উত্তর দিলেন ঃ হাঁ। তবে তোমরা আমাদের কোন মেহমানদারী করনি। কাজেই আমাদের জন্য কোন বিনিময় নির্ধারণ না করা পর্যন্ত আমরা তা করবো না। ফলে তারা তাদের জন্য এক পাল বক্‌রী বিনিময় স্বরূপ দিতে রাযী হল। তখন একজন সাহাবী উম্মুল কুরআন (সূরা-ফাতিহা) পড়তে লাগলেন এবং মুখে থুথু জমা করে তা সে ব্যক্তির গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। ফলে সে আরোগ্য লাভ করল। এরপর তাঁরা বক্‌রীগুলো নিয়ে এসে বললো, আমরা নবী ﷺ কে জিজ্ঞেস করার পূর্বে এটি স্পর্শ করবো না। এরপর তাঁরা এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন নবী ﷺ কে। নবী ﷺ শুনে হেসে দিলেন এবং বললেন ঃ তোমরা কিভাবে জানলে যে, এটি রোগ নিরাময়কারী? ঠিক আছে বক্‌রীগুলো নিয়ে যাও এবং তাতে আমার জন্যও এক অংশ রেখে দিও।

٢٣٠٥ بَابُ الشَّرْطِ فِي الرُّقْيَةِ بِقَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ

২৩০৫. পরিচ্ছেদ ঃ ঝাড়-ফুঁক দেওয়ার বিনিময়ে একপাল বক্‌রীর শর্ত

৫৩২৬ حَدَّثَنِي سَيْدَانُ بْنُ مُضَارِبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ الْبَصْرِيُّ هُوَ صَدُوقٌ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَّاءُ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الأَخْنَسِ أَبُو مَالِكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مُرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ ، فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلاً لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا

banglainternet.com

ذٰلِكَ وَقَالُوْا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ -

৫৩২৬ সীদান ইব্ন মুদারিব আবূ মুহাম্মদ বাহিলী (র)..... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীগণের একটি দল একটি কূপের পাশে বসবাসকারীদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। কূপের পাশে অবস্থানকারীদের মধ্যে ছিল সাপে কাটা এক ব্যক্তি কিংবা তিনি বলেছেন, দংশিত এক ব্যক্তি। তখন কূপের কাছে বসবাসকারীদের একজন এসে তাদের বলল ঃ আপনাদের মধ্যে কি কোন ঝাড়-ফুঁককারী আছেন? কূপ এলাকায় একজন সাপ বা বিচ্ছু দংশিত লোক আছে। তখন সাহাবীগণের মধ্যে একজন সেখানে গেলেন। এরপর কিছু বক্‌রী দানের বিনিময়ে তিনি সূরা ফাতিহা পড়লেন (এবং ফুঁক দিলেন)। ফলে লোকটি আরোগ্য লাভ করল। এরপর তিনি বক্‌রীগুলো নিয়ে তাঁর সাথীদের নিকট আসলেন, কিন্তু তাঁরা কাজটি পছন্দ করলেন না। তাঁরা বললেন ঃ আপনি আল্লাহর কিতাবের উপর বিনিময় গ্রহণ করেছেন। অবশেষে তাঁরা মদীনায় পৌঁছে নবী ﷺ -এর দরবারে যেয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি আল্লাহ্‌র কিতাবের উপর বিনিময় গ্রহণ করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যে সকল জিনিসের উপর তোমরা বিনিময়ে গ্রহণ করে থাকো, তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো আল্লাহ্‌র কিতাব।

٢٣٠٦ . بَابُ رُقْيَةِ الْعَيْنِ

২৩০৬. পরিচ্ছেদ ঃ বদ নযরের জন্য ঝাড়ফুঁক করা

٥٣٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوْ أَمَرَ أَنْ يَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ.

৫৩২৭ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র)..... 'আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে আদেশ করেছেন কিংবা তিনি বলেছেন, নবী ﷺ আদেশ করেছেন, বদ নযরের কারণে ঝাড়ফুঁক গ্রহণের।

٥٣٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِيْ بَيْتِهَا جَارِيَةً فِيْ وَجْهِهَا سُفْعَةٌ ، فَقَالَ اسْتَرْقُوْا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَابَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ -

banglainternet.com

৫৩২৮ মুহাম্মদ ইব্ন খালিদ (র)..... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর ঘরে একটি মেয়েকে দেখলেন যে, তার চেহারায় কালিমা রয়েছে। তখন তিনি বললেন ঃ তাকে ঝাড়ফুঁক করাও, কেননা তার উপর (বদ) নযর লেগেছে। 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালিম (র) এ হাদীস যুবায়দী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। উকায়ল (র) বলেছেন, এটি যুহরী (র) উরওয়া (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٣٠٧. بَابُ الْعَيْنِ حَقٌّ

২৩০৭. পরিচ্ছেদ ঃ বদ নযর লাগা সত্য

٥٣٢٩ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَيْنُ حَقٌّ وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ -

৫৩২৯ ইসহাক ইব্ন নাসর (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ বদ নযর লাগা সত্য। আর তিনি উল্কী আঁকতে (খোদাই করতে) নিষেধ করেছেন।

٢٣٠٨. بَابُ رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

২৩০৮. পরিচ্ছেদ ঃ সাপ কিংবা বিচ্ছুর দংশনে ঝাড়ফুঁক দেয়া

٥٣٣٠ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ ، فَقَالَتْ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ الرُّقْيَةَ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ -

৫৩৩০ মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র)..... 'আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদের পিতা আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়েশা (রা)-কে বিষাক্ত প্রাণীর দংশনের কারণে ঝাড়-ফুঁক গ্রহণের ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ সব রকমের বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে ঝাড়-ফুঁক গ্রহণের জন্য অনুমতি দিয়েছেন।

٢٣٠٩. بَابُ رُقْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ

২৩০৯. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর ঝাড়-ফুঁক

٥٣٣١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ عَلَى أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ اشْتَكَيْتُ ، فَقَالَ أَنَسٌ أَلاَ أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ بَلَى ، قَالَ : اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ ، مُذْهِبَ الْبَاسِ ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، لاَ شَافِيَ إِلاَّ أَنْتَ ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا -

banglainternet.com

৫৩৩১ মুসাদ্দাদ (র)..... 'আবদুল 'আযীয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও সাবিত একবার আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর নিকট যাই। সাবিত বললেন, হে আবূ হামযা, আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। তখন আনাস (রা) বললেন ঃ আমি কি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করেছিলেন তা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করে দেব? তিনি বললেন ঃ হাঁ। তখন আনাস (রা) পড়লেন - হে আল্লাহ্! তুমি মানুষের রব, ব্যাধি নিবারণকারী, শিফা দান করো, তুমিই শিফা দানকারী। তুমি ব্যাতীত আর কেউ শিফা দানকারী নেই। এমন শিফা দাও, যা কোন রোগ অবশিষ্ট রাখে না।

٥٣٣٢ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَأْسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي ، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثْتُ بِهِ مَنْصُورَ فَحَدَّثَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ -

৫৩৩২ 'আমর ইব্ন 'আলী (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর কোন কোন স্ত্রীকে সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়ে ডান হাত দ্বারা বুলিয়ে দিতেন এবং পড়তেন ঃ হে আল্লাহ্! মানুষের প্রতিপালক, কষ্ট দূর করো এবং শিফা দান করো, তুমিই শিফা দানকারী, তোমার শিফা ভিন্ন অন্য কোন শিফা নেই। এমন শিফা দাও, যা কোন রোগ অবশিষ্ট থাকেনা। সুফিয়ান (র) বলেছেন, আমি এ সম্বন্ধে মানসূরকে বলেছি। তারপর ইব্রাহীম সূত্রে মাসরূকের বরাতে 'আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥٣٣٣ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْقِي يَقُولُ : امْسَحِ الْبَأْسَ ، رَبَّ النَّاسِ ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ أَنْتَ -

৫৩৩৩ আহ্মাদ ইব্ন আবূ রাজা (রা)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঝাড়ফুঁক করতেন। আর এ দু'আ পাঠ করতেন ঃ ব্যথা দূর করে দাও, হে মানুষের পালনকর্তা। শিফাদানের ইখ্তিয়ার কেবল তোমারই হাতে। এ ব্যথা তুমি ব্যাতীত আর কেউ দূর করতে পারে না।

٥٣٣٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ لِلْمَرِيضِ بِسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا ، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا ، يُشْفَى سَقِيمُنَا ، بِإِذْنِ رَبِّنَا -

banglainternet.com

৫৩৩৪ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ রোগীর জন্য (মাটিতে) এ দু'আ পড়তেন ঃ আল্লাহ্র নামে আমাদের দেশের মাটি এবং আমাদের কারও থুথু, আমাদের রবের হুকুমে আমাদের রোগীকে আরোগ্য দান করে থাকে।

٥٣٣٥ حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ فِي الرُّقْيَةِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا ، وَرِيْقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيْمُنَا ، بِإِذْنِ رَبِّنَا -

৫৩৩৫ সাদাকা ইব্ন ফাযল (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ঝাড়ফুঁকে পড়তেন ঃ আমাদের দেশের মাটি এবং আমাদের কারও থুথুতে আমাদের রবের হুকুমে আমাদের রোগী আরোগ্য লাভ করে।

٢٣١٠. بَابُ النَّفْثِ فِي الرُّقْيَةِ

২৩১০. পরিচ্ছেদ ঃ ঝাড়-ফুঁকে থুথু দেওয়া

٥٣٣٦ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ حِيْنَ يَسْتَيْقِظُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَيَتَعَوَّذُ مِنْ شَرِّهَا ، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ وَ قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ وَإِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ ، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَمَا أُبَالِيْهَا -

৫৩৩৬ খালিদ ইব্ন মাখলাদ (র)..... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ ভাল স্বপ্ন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়, আর মন্দ স্বপ্ন হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি এমন কিছু স্বপ্ন দেখে যা তার কাছে খারাপ মনে হয়, তা হলে সে যখন ঘুম থেকে জেগে ওঠে যেন তিনবার থুথু ফেলে এবং এর অনিষ্ট থেকে পানাহ চায়। কেননা, তা হলে এ তার কোন ক্ষতি করবে না। আবূ সালামা (রা) বলেন ঃ আমি যখন এমন স্বপ্ন দেখি যা আমার কাছে পাহাড়ের চেয়ে ভারি মনে হয়, তখন এ হাদীস শোনার কারণে আমি তার কোন পরোয়াই করি না।

٥٣٣٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ ، نَفَثَ فِي كَفَّيْهِ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَبِالْمُعَوِّذَتَيْنِ جَمِيْعًا ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ ، وَمَا بَلَغَتْ

banglainternet.com

يَدَاهُ مِنْ جَسَدِهِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا اشْتَكَى كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذٰلِكَ بِهِ ، قَالَ يُونُسُ كُنْتُ أَرَى ابْنَ شِهَابٍ يَصْنَعُ ذٰلِكَ إِذَا أَتَى إِلَى فِرَاشِهِ -

৫৩৩৭ 'আবদুল 'আযীয ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ উয়ায়সী (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আপন বিছানায় আসতেন, তখন তিনি তাঁর উভয় হাতের তালুতে সূরা ইখ্লাস এবং মুআওবিযাতায়ন অর্থাৎ সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে ফুঁক দিতেন। তারপর উভয় তালু দ্বারা আপন চেহারা ও দু'হাত শরীরের যতদূর পৌছায় ততদূর পর্যন্ত মাসাহ্ করতেন। 'আয়েশা (রা) বলেন ঃ এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন অসুস্থ হন, তখন তিনি আমাকে অনুরূপ করার নির্দেশ দিতেন। ইউনুস (র) বলেন, আমি ইব্ন শিহাব (র) কে, যখন তিনি তাঁর বিছানায় শুতে যেতেন, তখন অনুরূপ করতে দেখেছি।

٥٣٣٨ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ انْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذٰلِكَ الْحَيِّ ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هٰؤُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ ، وَاللهِ إِنِّي لَرَاقٍ ، وَلٰكِنْ وَاللهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً ، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ فَجَعَلَ يَتْفُلُ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، حَتَّى لَكَأَنَّهَا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي مَا بِهِ قَلَبَهُ ، قَالَ فَأَوْفَاهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ اقْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقَى لاَ تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَنَذْكُرُ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرُ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ أَصَبْتُمْ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ -

৫৩৩৮ মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র)..... আবূ সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একদল সাহাবী একবার এক সফরে গমন করেন। অবশেষে তাঁরা আরবের গোত্রসমূহের মধ্যে এক গোত্রের নিকট এসে গোত্রের কাছে মেহমান হতে যান। কিন্তু সে গোত্র তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করে। ঘটনাক্রমে সে গোত্রের সর্দারকে সাপে দংশন করে। তারা তাকে সুস্থ

banglainternet.com

করার জন্য সবরকম চেষ্টা করে, কিন্তু কোন ফল হয় না। তখন তাদের কেউ বললো ঃ তোমরা যদি ঐ দলের কাছে যেতে যারা তোমাদের মাঝে এসেছিল। হয়তো তাদের কারও কাছে কোন তদবীর থাকতে পারে। তখন তারা সে দলের কাছে এসে বলল ঃ হে দলের লোকেরা! আমাদের সর্দারকে সাপে দংশন করেছে। আমরা তার জন্য সবরকমের চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোন ফল হয়নি। তোমাদের কারও নিকট কি কোন তদবীর আছে? একজন বললেন ঃ হাঁ। আল্লাহ্‌র কসম, আমি ঝাড়ফুঁক জানি। তবে আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তোমাদের নিকট মেহমান হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা আমাদের মেহমানদারী করনি। তাই আমি ততক্ষণ পর্যন্ত ঝাড়-ফুঁক করবো না, যতক্ষণ না তোমরা আমাদের জন্যে মজুরী নির্ধারণ করবে। তখন তারা তাদের একপাল বক্‌রী দিতে সম্মত হলো। তারপর সে সাহাবী সেখানে গেলেন এবং আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (সূরা ফাতিহা) পড়ে ফুঁক দিতে থাকলেন। অবশেষে সে ব্যক্তি এমন সুস্থ হল, যেন বন্ধন থেকে মুক্তি পেল। সে চলাফেরা করতে লাগলো, যেন তার কোন রোগই নেই। রাবী বলেনঃ তখন তারা যে মজুরীর চুক্তি করেছিল, তা পরিশোধ করলো। এরপর সাহাবীদের মধ্যে একজন বললেন ঃ এগুলো বন্টন করে দাও। এতে যিনি ঝাড়ফুঁক করেছিলেন তিনি বললেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট যেয়ে যতক্ষণ না এসব ঘটনা ব্যক্ত করবো এবং তিনি আমাদের কি নির্দেশ দেন তা প্রত্যক্ষ করব, ততক্ষণ তোমরা তা বন্টন করো না। তারপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে ঘটনা ব্যক্ত করলেন। তিনি বললেন ঃ তুমি কি করে জানলে যে, এর দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা যায়? তোমরা সঠিকই করেছ। তোমরা এগুলো বন্টন করে নাও এবং সে সঙ্গে আমার জন্যে এক ভাগ নির্ধারণ কর।

٢٣١١. بَابُ مَسْحِ الرَّاقِيْ الْوَجَعَ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى

২৩১১. পরিচ্ছেদ ঃ ঝাড়-ফুঁককারীর ডান হাত দিয়ে ব্যথার স্থান মাসহ্ করা

٥٣٣٩ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّذُ بَعْضَهُمْ يَمْسَحُهُ بِيَمِيْنِهِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ، رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا ، فَذَكَرْتُهُ لِمَنْصُوْرٍ فَحَدَّثَنِيْ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِهِ -

৫৩৩৯ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাদের কাউকে ঝাড়ার সময় ডান হাত দিয়ে মাসহ্ করতেন (এবং বলতেন) ঃ হে মানুষের রব! তুমি রোগ দূর করে দাও এবং শিফা দান কর। তুমিই তো শিফাদানকারী, তোমার শিফা ভিন্ন আর কোন শিফা নেই, এমন শিফা দাও, যারপর কোন রোগ থাকে না। এ হাদীস আমি মানসূরের কাছে উল্লেখ করায় তিনি ইব্‌রাহীম, মাসরূক, 'আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

banglainternet.com

٢٣١٢. بَابُ فِي الْمَرْأَةِ تَرْقِي الرَّجُلَ

২৩১২. পরিচ্ছেদ ঃ মেয়ে লোকের পুরুষকে ঝাড়-ফুঁক করা

٥٣٤٠ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْفُثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ ، فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنَا أَنْفُثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ ، فَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا ، فَسَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ كَيْفَ كَانَ يَنْفُثُ قَالَ يَنْفُثُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ -

৫৩৪০ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যে রোগে ইন্তিকাল করেন, সে রোগে তিনি সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়ে নিজের উপর ফুঁক দিতেন। যখন রোগ বেড়ে যায়, তখন আমি সেগুলো পড়ে ফুঁক দিতাম এবং তাঁর হাত বুলিয়ে দিতাম বরকতের উদ্দেশ্যে। (বর্ণনাকারী মা'মার (র)) বলেন, আমি ইব্ন শিহাবকে জিজ্ঞাস করলাম ঃ নবী ﷺ কিভাবে ফুঁক দিতেন? তিনি বললেন ঃ প্রথমে নিজের উভয় হাতে ফুঁক দিতেন, তারপর তা দিয়ে চেহারা মুছে নিতেন।

٢٣١٣ . بَابُ مَنْ لَمْ يَرْقِ

২৩১৩. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ঝাড়-ফুঁক করে না

٥٣٤١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ رَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَرَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ أُمَّتِي فَقِيلَ هٰذَا مُوسٰى وَقَوْمُهُ ثُمَّ قِيلَ لِي انْظُرْ فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَقِيلَ لِي انْظُرْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَقِيلَ هٰؤُلَاءِ أُمَّتُكَ وَمَعَ هٰؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهُمْ ، فَتَذَاكَرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا أَمَّا نَحْنُ فَوُلِدْنَا فِي الشِّرْكِ ، وَلٰكِنَّا آمَنَّا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَلٰكِنْ هٰؤُلَاءِ هُمْ أَبْنَاؤُنَا فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ ، وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ، فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ ، فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا ؟ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ -

banglainternet.com

৫৩৪১ মুসাদ্দাদ (র)..... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দিন নবী ﷺ আমাদের নিকট আগমন করেন এবং বলেন ঃ আমার সামনে (পূর্ববর্তী নবীগণের) উম্মতদের পেশ করা হলো। (আমি দেখলাম) একজন নবী যাচ্ছেন, তাঁর সাথে রয়েছে মাত্র একজন লোক এবং আর একজন নবী যাঁর সঙ্গে রয়েছে দু'জন লোক। অন্য এক নবীকে দেখলাম, তাঁর সঙ্গে আছে একটি দল, আর একজন নবী, তাঁর সাথে কেউ নেই। আবার দেখলাম, একটি বিরাট দল যা দিগন্ত জুড়ে আছে। আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম যে, এ বিরাট দলটি যদি আমার উম্মত হতো। বলা হলো ঃ এটা মূসা (আ) ও তাঁর কাওম। এরপর আমাকে বলা হয় ঃ দেখুন। দেখলাম, একটি বিশাল জামা'আত দিগন্ত জুড়ে আছে। আবার বলা হলো ঃ এ দিকে দেখুন। ওদিকে দেখুন। দেখলাম বিরাট বিরাট দল দিগন্ত জুড়ে ছেয়ে আছে। বলা হলো ঃ ঐ সবই আপনার উম্মত এবং ওদের সাথে সত্তর হাজার লোক এমন আছে যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর লোকজন এদিক ওদিক চলে গেল। নবী ﷺ আর তাদের (সত্তর হাজারের) ব্যাখ্যা করে বলেন নি। নবী ﷺ -এর সাহাবীগণ এ নিয়ে জল্পনাকল্পনা আরম্ভ করে দিলেন। তাঁরা বলাবলি করলেন ঃ আমরা তো শিরকের মধ্যে জন্মলাভ করেছি, পরে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছি। বরং এরা আমাদের সন্তানরাই হবে। নবী ﷺ -এর কাছে এ কথা পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ তাঁরা (হবে) ঐ সব লোক যাঁরা অবৈধভাবে মঙ্গল অমঙ্গল নির্ণয় করে না, ঝাড়-ফুঁক করে না এবং আগুনে পোড়ানো লোহার দাগ লাগায় না, আর তাঁরা তাঁদের রবের উপর একমাত্র ভরসা রাখে। তখন 'উক্কাশা ইব্ন মিহ্সান (রা) দাঁড়িয়ে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি তাদের মধ্যে আছি? তিনি বললেন ঃ হাঁ। তখন আর একজন দাঁড়িয়ে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি তাদের মধ্যে আছি? তিনি বললেন ঃ এ ব্যাপারে 'উক্কাশা তোমাকে অতিক্রম করে গেছে।

٢٣١٤ . بَابُ الطِّيَرَةِ

২৩১৪. পরিচ্ছেদ ঃ পশু পাখি তাড়িয়ে শুভ-অশুভ নির্ণয়

٥٣٤٢ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ ، وَالشُّؤْمُ فِي ثَلاَثٍ : فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ -

৫৩৪২ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ছোঁয়াচে ও শুভ-অশুভ বলতে কিছু নেই। অমংগল তিন বস্তুর মধ্যে – নারী, ঘর ও জানোয়ার।

banglainternet.com

٥٣٤٣ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لاَ طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ ، وَمَا الْفَأْلُ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ -

৫৩৪৩ আবুল ইয়ামান (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, শুভ-অশুভ নির্ণয়ে কোন লাভ নেই, বরং শুভ লক্ষণ গ্রহণ করা ভাল। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ শুভ লক্ষণ কি? তিনি বললেন ঃ ভাল বাক্য, যা তোমাদের কেউ শুনে থাকে।

٢٣١٥. بَابُ الْفَأْلِ

২৩১৫. পরিচ্ছেদ ঃ শুভ-অশুভ লক্ষণ

٥٣٤٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ طِيَرَةَ ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ ، قَالَ وَمَا الْفَأْلُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ -

৫৩৪৪ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ শুভ-অশুভ লক্ষণ বলে কিছু নেই এবং এর কল্যাণই হল শুভ লক্ষণ। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! শুভ লক্ষণ কি? তিনি বললেন ঃ ভাল কথা, যা তোমাদের কেউ (বিপদের সময়) শুনে থাকে।

٥٣٤٥ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ ، الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ -

৫৩৪৫ মুসলিম ইব্ন ইব্রহীম (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ রোগের সংক্রমণ ও শুভ-অশুভ বলতে কিছু নেই। শুভ লক্ষণই আমার নিকট পছন্দনীয়, আর তা হল উত্তম বাক্য।

٢٣١٦. بَابُ لاَهَامَةَ

২৩১৬. পরিচ্ছেদ ঃ পেঁচায় কুলক্ষণ নেই

banglainternet.com

٥٣٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ أَخْبَرَنَا أَبُو حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ صَفَرَ -

৫৩৪৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন হাকাম (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ রোগের মধ্যে সংক্রমণ নেই; শুভ-অশুভ লক্ষণ বলে কিছু নেই। পেঁচায় কুলক্ষণ নেই এবং সফর মাসে অকল্যাণ নেই।

٢٣١٧. بَابُ الْكَهَانَةِ

২৩১৭. পরিচ্ছেদ ঃ গণনা বিদ্যা

٥٣٤٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضٰى فِيْ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرٰى بِحَجَرٍ ، فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِيْ فِيْ بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوْا إِلَى النَّبِيِّ فَقَضٰى أَنَّ دِيَةَ مَا فِيْ بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِيْ غَرِمَتْ كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذٰلِكَ بَطَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا هٰذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ -

৫৩৪৭ সা'ঈদ ইব্‌ন 'উফায়র (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার হুযায়ল গোত্রের দুই মহিলার মধ্যে বিচার করেন। তারা উভয়ে মারামারি করেছিল। তাদের একজন অন্যজনের উপর পাথর নিক্ষেপ করে। পাথর গিয়ে তার পেটে লাগে। সে ছিল গর্ভবতী। ফলে তার পেটের বাচ্চাকে সে হত্যা করে। তারপর তারা নবী ﷺ -এর নিকট অভিযোগ পেশ করে। তিনি বিচার করেন যে, এর পেটের সন্তানের পরিবর্তে একটি পূর্ণদাস অথবা দাসী দিতে হবে। জরিমানা আরোপকৃত মহিলার অভিভাবক বললো ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এমন সন্তানের জন্য আমার উপর জরিমানা কেন আরোপিত হবে, যে পান করেনি, আহার করেনি, কথা বলেনি এবং কান্নাকাটিও করেনি। এ অবস্থায় জরিমানা মওকুফ হওয়ার যোগ্য। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ এ লোকটি তো (দেখা যায়) গণকদের ভাই।

٥٣٤٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرٰى بِحَجَرٍ فَطَرَحَتْ جَنِيْنَهَا فَقَضٰى فِيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيْدَةٍ * وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضٰى فِي الْجَنِيْنِ يَقُوْلُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيْدَةٍ فَقَالَ الَّذِيْ قُضِيَ عَلَيْهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَا لاَ أَكَلَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذٰلِكَ بَطَلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا هٰذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ -

banglainternet.com

৫৩৪৮ কুতায়বা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। দুইজন মহিলার একজন অন্যজনের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে। এতে সে তার গর্ভপাত ঘটায়। নবী ﷺ এ ঘটনার বিচারে গর্ভস্থ শিশুর বিনিময়ে একটি দাস বা দাসী দেওয়ার ফয়সালা দেন। অপর এক সূত্রে..... সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যিব এর সূত্রে বর্ণিত যে, যে গর্ভস্থ শিশুকে মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় হত্যা করা হয়, তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি দাস বা দাসী প্রদানের ফয়সালা দেন। যার বিরুদ্ধে এ ফয়সালা দেওয়া হয়, সে বলে ঃ আমি কিরূপে এমন শিশুর জরিমানা আদায় করি, যে পানাহার করেনি, কথা বলেনি এবং চীৎকারও দেয়নি। এ জাতীয় হত্যার জরিমানা রহিত হওয়ার যোগ্য। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ এ তো গণকদের ভাই।

٥٣٤٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ قَالَ نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ -

৫৩৪৯ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... আবূ মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কুকুরের মূল্য, যিনাকারিণীর মজুরী ও গণকের পারিশ্রমিক দিতে নিষেধ করেছেন।

٥٣٥٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ يَحْيٰى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَاسٌ عَنِ الْكُهَّانِ ، فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ ، إِنَّهُمْ يُحَدِّثُوْنَا أَحْيَانًا بِشَيْءٍ فَيَكُوْنُ حَقًّا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا مِنَ الْجِنِّيِّ فَيَقُرُّهَا فِيْ أُذُنِ وَلِيِّهِ فَيَخْلِطُوْنَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ * قَالَ عَلِيٌّ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مُرْسَلُ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ ثُمَّ بَلَغَنِيْ أَنَّهُ أَسْنَدَهُ بَعْدُ -

৫৩৫০ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ এ কিছুই নয়। তারা বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ওরা কখনও কখনও আমাদের এমন কথা শোনায়, যা সত্য হয়ে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ঐ কথা সত্য। জিনেরা তা ছোঁ মেরে নেয়। পরে তাদের বন্ধু (গণক) এর কানে ঢেলে দেয়। তারা এর সাথে শত মিথ্যা মিশ্রিত করে। 'আলী (র) বলেন, আবদুর রায্যাক (র) বলেছেন ঃ এ বাণী সত্য মুরসাল। এরপর আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, পরে এটি তিনি মুসনাদ রূপে বর্ণনা করেছেন।

banglainternet.com

٢٣١٨. بَابُ السِّحْرِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُوْلاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّيْنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى : وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ، وَقَوْلِهِ أَفَتَأْتُوْنَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ، وَقَوْلِهِ : يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ، وَقَوْلِهِ : وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ، وَالنَّفَّاثَاتُ السَّوَاحِرُ ، تُسْحَرُوْنَ تُعَمَّوْنَ

২৩১৮. পরিচ্ছেদ ঃ যাদু সম্পর্কে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ কিন্তু শয়তানরা কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত এবং যা বাবিল শহরে হারূত ও মারূত ফিরিশতাদ্বয়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল------ পরকালে তার কোন অংশ নেই – পর্যন্ত (২ বাকারা ঃ ১০২) মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যাদুকর যেখায়ই আসুক, সফল হবে না। (তাহা ঃ ৬-৯) মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তবুও কি তোমরা দেখে শুনে যাদুর কবলে পড়বে? – (আম্বিয়া ঃ ৩) মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তাদের যাদু প্রভাবে অকস্মাৎ মূসার মনে হলো, ওদের দড়ি ও কাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে। (তাহা ঃ ৬৬) মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এবং সে সব নারীর অনিষ্ট থেকে যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়। (১১৩ ফালাক ঃ ৪) 'النفاثات' অর্থ যাদুকর নারী, যারা যাদু করে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়

٥٣٥١ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَحَرَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيْدُ بْنُ الأَعْصَمِ حَتَّى كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ عِنْدِيْ لَكِنَّهُ دَعَا وَدَعَا ، ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ ، أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ أَفْتَانِيْ فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ ، أَتَانِيْ رَجُلاَنِ ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِيْ ، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ ، مَا وَجَعُ الرَّجُلِ ؟ فَقَالَ مَطْبُوْبٌ ، قَالَ مَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ لَبِيْدُ بْنُ الأَعْصَمِ ، قَالَ فِيْ أَيِّ شَيْءٍ ؟ قَالَ فِيْ مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ ، وَجُفِّ طَلْعِ نَخْلَةٍ ذَكَرٍ ، قَالَ وَأَيْنَ هُوَ ؟ قَالَ فِيْ بِئْرِ ذَرْوَانَ ، فَأَتَاهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ أَوْ كَأَنَّ رُؤُسَ نَخْلِهَا رُؤُسُ الشَّيَاطِيْنِ ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلاَ اسْتَخْرَجْتَهُ قَالَ قَدْ عَافَانِيَ اللهُ

banglainternet.com

فَكَرِهْتُ أَنْ أُثَوِّرَ عَلَى النَّاسِ فِيْهِ شَرًّا فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ * تَابَعَهُ أَبُوْ أُسَامَةَ وَأَبُوْ ضَمْرَةَ وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ * وَقَالَ اللَّيْثُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ فِيْ مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ * يُقَالُ الْمُشَاطَةُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الشَّعَرِ إِذَا مُشِطَ ، وَالْمُشَاقَةُ مِنْ مُشَاقَةِ الْكَتَّانِ -

৫৩৫১ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যুরায়ক গোত্রের লাবীদ ইব্‌ন আ'সাম নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে যাদু করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খেয়াল হতো যেন তিনি একটি কাজ করছেন, অথচ তা তিনি করেন নি। এক দিন বা এক রাত্রি তিনি আমার কাছে ছিলেন। তিনি বার বার দু'আ করতে থাকেন। তারপর তিনি বলেন ঃ হে 'আয়েশা! তুমি কি উপলব্ধি করতে পেরেছ যে, আমি আল্লাহর কাছে যা জানতে চেয়েছিলাম, তিনি আমাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। (স্বপ্নে দেখি) আমার নিকট দু'জন লোক আসেন। তাদের একজন আমার মাথার কাছে এবং অপরজন দু'পায়ের কাছে বসেন। একজন তাঁর সঙ্গীকে বলেন ঃ এ লোকটির কি ব্যথা? তিনি বলেন ঃ যাদু করা হয়েছে। প্রথম জন বলেন ঃ কে যাদু করেছে? দ্বিতীয় জন বলেন লাবীদ ইব্‌ন আ'সাম। প্রথম জন জিজ্ঞাসা করেন ঃ কিসের মধ্যে? দ্বিতীয় জন উত্তর দেন ঃ চিরুনী, মাথা আঁচড়ানোর সময় উঠা চুল এবং এক পুং খেজুর গাছের 'জুব'-এর মধ্যে। প্রথম জন বলেন ঃ তা কোথায়? দ্বিতীয় জন বলেন ঃ 'যারওয়ান' নামক কূপের মধ্যে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কয়েকজন সাহাবী সঙ্গে নিয়ে তথায় যান। পরে ফিরে এসে বলেন ঃ হে 'আয়েশা! সে কূপের পানি মেহদীর পানির মত (লাল) এবং তার পাড়ের খেজুর গাছের মাথাগুলো শয়তানের মাথার মত। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি কি এ কথা প্রকাশ করে দিবেন না? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ আমাকে আরোগ্য দান করেছেন, আমি মানুষকে এমন ব্যাপারে প্ররোচিত করতে পছন্দ করি না, যাতে অকল্যাণ রয়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নির্দেশ দিলে সেগুলো মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। আবূ উসামা আবূ দামরা ও ইব্‌ন আবূ যিনাদ (র) হিশাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। লাইস ও ইব্‌ন উয়ায়না (র) হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন, চিরুণী ও কাতানের টুক্‌রায়। আবূ 'আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, مشاطة হল চিরুণী করার পর যে চুল বের হয়। 'মুশাকা' হল কাত্তান।

٢٣١٩. بَابُ الشِّرْكِ وَالسِّحْرِ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ

২৩১৯. পরিচ্ছেদ ঃ শির্‌ক ও যাদু ধ্বংসাত্মক

٥٣٥٢ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اجْتَنِبُوا الْمُوْبِقَاتِ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ-

৫৩৫২ 'আবদুল 'আযীয ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বেঁচে থাক। আর তা হল আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক স্থির করা ও যাদু করা।

banglainternet.com

٢٣٢٠. بَابُ هَلْ يُسْتَخْرَجُ السِّحْرُ ، وَقَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لِسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ أَوْ يُؤْخَذُ عَنِ امْرَأَتِهِ أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ ، قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُرِيْدُوْنَ بِهِ الإِصْلاَحَ ، فَأَمَّا مَا يُنْفَعُ فَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ

২৩২০. পরিচ্ছেদ ঃ যাদুর চিকিৎসা করা যাবে কি না? কাতাদা (র) বলেন, আমি সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এক ব্যক্তিকে যাদু করা হয়েছে অথবা (যাদু করে) তাকে তার ও তার স্ত্রীর মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে, এমন ব্যক্তিকে যাদু মুক্ত করা যায় কিনা অথবা তার থেকে যাদুর বন্ধন খুলে দেওয়া বৈধ কি না? সা'ঈদ (রা) বললেন ঃ এতে কোন ক্ষতি নেই। কেননা, তারা এর দ্বারা তাকে ভাল করতে চাইছে। আর যা কল্যাণকর তা নিষিদ্ধ নয়

٥٣٥٣ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُوْلُ أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ جُرَيْجٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ آلُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ ، فَسَأَلْتُ هِشَامًا عَنْهُ فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يُرَى أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلاَ يَأْتِيْهِنَّ ، قَالَ سُفْيَانُ وَهٰذَا أَشَدُّ مَا يَكُوْنُ مِنَ السِّحْرِ ، وَإِذَا كَانَ كَذَا ، فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَعَلِمْتِ أَنَّ اللهَ قَدْ أَفْتَانِيْ فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ ، أَتَانِيْ رَجُلاَنِ ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِيْ وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ ، فَقَالَ الَّذِيْ عِنْدَ رَأْسِيْ لِلآخَرِ ، مَا بَالُ الرَّجُلِ ؟ قَالَ مَطْبُوْبٌ ، قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ لَبِيْدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ زُرَيْقٍ حَلِيْفٌ لِيَهُوْدَ كَانَ مُنَافِقًا ، قَالَ وَفِيْمَ ؟ قَالَ فِيْ مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ ، قَالَ وَأَيْنَ ؟ قَالَ فِيْ جُفِّ طَلْعَةِ ذَكَرٍ تَحْتَ رَعُوْفَةٍ فِيْ بِئْرِ ذَرْوَانَ ، قَالَتْ ، فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ الْبِئْرَ حَتَّى اسْتَخْرَجَهُ ، فَقَالَ هٰذِهِ الْبِئْرُ الَّتِيْ أُرِيْتُهَا وَكَأَنَّ مَاءَ هَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ ، وَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤُسُ الشَّيَاطِيْنِ ، قَالَ فَاسْتُخْرِجَ ، قَالَتْ فَقُلْتُ أَفَلاَ أَيْ تَنَشَّرْتَ ، فَقَالَ أَمَّا وَاللهِ فَقَدْ شَفَانِيْ ، وَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيْرَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ شَرًّا -

৫৩৫৩ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... 'আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর একবার যাদু করা হয়। এমন অবস্থা হয় যে তাঁর মনে হতো তিনি বিবিগণের কাছে এসেছেন, অথচ তিনি আদৌ তাঁদের কাছে আসেন নি। সুফিয়ান বলেন ঃ এ অবস্থা হল যাদুর চরম প্রতিক্রিয়া। বর্ণনাকারী বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুম থেকে জেগে উঠেন এবং বলেনঃ হে 'আয়েশা! তুমি অবগত হও যে, আমি আল্লাহ্র কাছে যে বিষয়ে জানতে চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে তা বাতলিয়ে দিয়েছেন। (স্বপ্নে দেখি) আমার নিকট দু'জন লোক এলেন। তাদের

banglainternet.com

একজন আমার মাথার নিকট এবং অন্যজন আমার পায়ের নিকট বসলেন। আমার কাছের লোকটি অন্যজনকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ লোকটির কি অবস্থা? দ্বিতীয় লোকটি বললেন ঃ একে যাদু করা হয়েছে। প্রথম জন বললেন ঃ কে যাদু করেছে? দ্বিতীয় জন বললেন ঃ লাবীদ ইব্‌ন আ'সাম। এ ইয়াহূদীদের মিত্র যুরায়ক গোত্রের একজন সে ছিল মুনাফিক। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কিসের মধ্যে যাদু করা হয়েছে? দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর দিলেন ঃ চিরুনী ও চিরুণী করার সময় উঠে যাওয়া চুলের মধ্যে। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ সেগুলো কোথায়? উত্তরে দ্বিতীয়জন বললেন ঃ পুং খেজুর গাছের জুবের মধ্যে রেখে 'যারওয়ান' নামক কূপের ভিতর পাথরের নীচে রাখা আছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উক্ত কূপের নিকট এসে সেগুলো বের করেন এবং বলেন ঃ এইটিই সে কূপ, যা আমাকে স্বপ্নে দেখান হয়েছে। এর পানি মেহদী মিশ্রিত পানির তলানীর ন্যায়, আর এ কূপের (পার্শবর্তী) খেজুর গাছের মাথাগুলো (দেখতে) শয়তানের মাথার ন্যায়। বর্ণনাকারী বলেন ঃ সেগুলো তিনি সেখান থেকে বের করেন। 'আয়েশা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আপনি কি এ কথা প্রচার করে দিবেন না? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, তিনি আমাকে শিফা দান করেছেন; আর আমি মানুষকে এমন ব্যাপারে প্ররোচিত করতে পছন্দ করি না, যাতে অকল্যাণ রয়েছে।

٢٣٢١. بَابُ السِّحْرِ

২৩২১. পরিচ্ছেদ ঃ যাদু

٥٣٥٤ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ سُحِرَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ عِنْدِيْ دَعَا اللهَ وَدَعَاهُ ثُمَّ قَالَ أَشَعَرْتِ يَا عَائِشَةُ أَنَّ اللهَ قَدْ أَفْتَانِيْ فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ ، قُلْتُ وَمَا ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ جَاءَنِيْ رَجُلاَنِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِيْ ، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ ، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ ، مَا وَجَعُ الرَّجُلِ ؟ قَالَ مَطْبُوْبٌ ، قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ لَبِيْدُ بْنُ الأَعْصَمِ الْيَهُوْدِيُّ مِنْ بَنِيْ زُرَيْقٍ ، قَالَ فِيْمَاذَا ؟ قَالَ فِيْ مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ ، قَالَ فَأَيْنَ هُوَ ؟ قَالَ فِيْ بِئْرِ ذَرْوَانَ ، قَالَ فَذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى الْبِئْرِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَخْلٌ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ وَاللهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ ، وَلَكَأَنَّ ذُخْلَهَا رُؤُسُ الشَّيَاطِيْنِ ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلاَ اسْتَخْرَجْتَهُ ؟ قَالَ لاَ ، أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِيَ اللهُ وَشَفَانِيْ وَخَشِيْتُ أَنْ أُثَوِّرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا ، وَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ -

banglainternet.com

৫৩৫৪ 'উবায়দ ইব্ন ইসমা'ঈল (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর যাদু করা হয়। এমনকি তাঁর মনে হতো তিনি কাজটি করেছেন অথচ তা তিনি করেন নি। অবশেষে এক দিন তিনি যখন আমার কাছে ছিলেন, তখন তিনি আল্লাহ্র নিকট বার বার দু'আ করলেন। তারপর ঘুম থেকে জেগে বললেন ঃ হে আয়েশা! তুমি কি বুঝতে পেরেছ? আমি যে বিষয়ে তাঁর কাছে জানতে চেয়ে ছিলাম, তিনি তা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা কী? তিনি বললেন ঃ আমার নিকট দু'জন লোক এলেন। তাঁদের একজন আমার মাথার নিকট এবং আরেকজন আমার পায়ের নিকট বসলেন। তারপর একজন অন্যজনকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ লোকটির কী ব্যথা? তিনি উত্তর দিলেন ঃ তাঁকে যাদু করা হয়েছে। প্রথম জন বললেন ঃ কে তাঁকে যাদু করেছে? দ্বিতীয় জন বললেন ঃ যুরায়ক গোত্রের লাবীদ ইব্ন আ'সম নামক ইয়াহূদী। প্রথম জন জিজ্ঞাসা করলেন ঃ যাদু কিসের দ্বারা করা হয়েছে? দ্বিতীয়জন বললেন ঃ চিরুণী, চিরুণী আঁচড়াবার সময়ে উঠে আসা চুল ও নর খেজুর গাছের 'জুব'[১] -এর মধ্যে। প্রথম জন জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তা কোথায়? দ্বিতীয় জন বললেন ঃ 'যারওয়ান' নামক কূপে। তখন নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদের কয়েকজনকে নিয়ে ঐ কূপের নিকট গেলেন এবং তা ভাল করে দেখলেন। কূপের পাড়ে ছিল খেজুর গাছ। তারপর তিনি 'আয়েশা (রা)-এর নিকট ফিরে এসে বললেন ঃ । আল্লাহ্র কসম। কূপটির পানি (রংগে) মেহদী মিশ্রিত পানির তলানীর ন্যায়। আর পার্শ্ববর্তী খেজুর গাছের মাথাগুলো শয়তানের মাথার ন্যায়। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি কি সেগুলো বের করবেন না? তিনি বললেন ঃ না, আল্লাহ্ আমাকে আরোগ্য ও শিফাদান করেছেন, মানুষের উপর এঘটনা থেকে মন্দ ছড়িয়ে দিতে আমি শঙ্কোচবোধ করি। এরপর তিনি যাদুর জিনিসপত্রগুলোর ব্যাপারে নির্দেশ দিলে, সেগুলো মাটিতে পুঁতে রাখা হয়।

٢٣٢٢ بَابُ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا

২৩২২. পরিচ্ছেদ ঃ কোন কোন ভাষণ যাদু

٥٣٥٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَدِمَ رَجُلاَنِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا ، أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ -

৫৩৫৫ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)..... 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার পূর্ব অঞ্চল (নজ্দ এলাকা) থেকে দু'জন লোক এল এবং দু'জনই ভাষণ দিল। লোকজন তাদের ভাষণে তাজ্জব হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ কোন কোন ভাষণ অবশ্যই যাদুর ন্যায়।

banglainternet.com

১. খেজুরের ফুল বের হওয়ার আগে মোচার মত যে খোলসে তা আবৃত থাকে।

٢٣٢٣. بَابُ الدَّوَاءِ بِالْعَجْوَةِ لِلسِّحْرِ

২৩২৩. পরিচ্ছেদ ঃ আজ্ওয়া খেজুর দ্বারা যাদুর চিকিৎসা

٥٣٥٦ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ أَخْبَرَنَا هَاشِمٌ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنِ اصْطَبَحَ كُلَّ يَوْمٍ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ سَمٌّ وَلاَ سِحْرٌ ذٰلِكَ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ * وَقَالَ غَيْرُهُ سَبْعَ تَمَرَاتٍ -

৫৩৫৬ 'আলী (র)..... 'আমির ইব্ন সা'দ তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে কয়েকটি আজ্ওয়া খুরমা খাবে, ঐ দিন রাত পর্যন্ত কোন বিষ ও যাদু তার কোন ক্ষতি করবে না। অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ বলেছেন ঃ সাতটি খুরমা।

٥٣٥٧ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ سَمِعْتُ سَعْدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرُّهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلاَ سِحْرٌ -

৫৩৫৭ ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ভোর বেলা সাতটি আজ্ওয়া (মদীনায় উৎপন্ন উন্নত মানের খুরমার নাম) খেজুর খাবে, সে দিন কোন বিষ বা যাদু তার কোন ক্ষতি করবে না।

٢٣٢٤. بَابُ لاَ هَامَةَ

২৩২৪. পরিচ্ছেদ ঃ পেঁচার মধ্যে কোন অশুভ লক্ষণ নেই

٥٣٥٨ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا بَالُ الإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ * وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَعْدَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ ، وَأَنْكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدِيثَ الأَوَّلِ ، قُلْنَا أَلَمْ تُحَدِّثْ أَنَّهُ لاَ عَدْوَى ، فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَمَا رَأَيْتُهُ نَسِيَ حَدِيثًا غَيْرَهُ

৫৩৫৮ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ রোগের মধ্যে কোন সংক্রামক শক্তি নেই, সফর মাসের মধ্যে অমংগলের কিছু নেই এবং পেঁচায় কোন অশুভ লক্ষণ নেই। তখন এক বেদুঈন বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ তা হলে যে উট

banglainternet.com

পাল মরুভূমিতে থাকে, হরিণের ন্যায় তা সুস্থ ও সবল হয়। এ উট পালের মধ্যে একটি চর্মরোগ বিশিষ্ট উট মিশে মিশে সবগুলোকে চর্মরোগগ্রস্থ করে ফেলে (এরূপ কেন হয়)? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তবে প্রথম উটটির মধ্যে কে এ রোগ সংক্রমণ করেছিল?

আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন নবী ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যেন কখনও রোগাক্রান্ত উট সুস্থ উটের সাথে না রাখে। আর আবূ হুরায়রা (রা) প্রথম হাদীস অস্বীকার করেন। আমরা বললাম ঃ আপনি কি لا عدوى হাদীস বর্ণনা করেন নি? এ সময় তিনি হাব্‌শী ভাষায় কি যেন বললেন। আবূ সালামা (র) বলেন ঃ আমি আবূ হুরায়রা (রা) কে এ হাদীসটি ভিন্ন অন্য কোন হাদীস ভুলে যেতে দেখিনি।

٢٣٢٥. بَابُ لاَ عَدْوَى

২৩২৫. পরিচ্ছেদ ঃ কোন সংক্রামক নেই

٥٣٥٩ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحَمْزَةُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ عَدْوَي وَلاَ طِيَرَةَ إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ -

৫৩৫৯ 'সাঈদ ইব্‌ন 'উফায়র (র)..... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রোগে কোন সংক্রমণ নেই, শুভ-অশুভ বলতে কিছু নেই, অশুভ কেবল নারী, ঘোড়া ও ঘর এ তিন জিনিসের মধ্যেই হতে পারে।

٥٣٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوَي * قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تُوْرِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى * وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سِنَانُ بْنُ أَبِيْ سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوَي فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ الإِبِلَ تَكُوْنُ فِي الرِّمَالِ أَمْثَالَ الظِّبَاءِ فَيَأْتِيْهِ الْبَعِيْرُ الأَجْرَبُ فَتَجْرَبُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَنْ أَعْدَي الأَوَّلَ -

৫৩৬০ আবুল ইয়ামান (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ (রোগে) কোন সংক্রমণ নেই। আবূ সালামা ইব্‌ন 'আবদুর রহমান বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে শুনেছি, নবী ﷺ বলেছেন ঃ রোগাক্রান্ত উট সুস্থ উটের মধ্যে মিশাবেনা। যুহরী সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ (রোগে) সংক্রমণ নেই। তখন এক বেদুঈন দাঁড়িয়ে বলল ঃ এ ব্যাপারে

banglainternet.com

অপনার কি মত যে, হরিণের ন্যায় সুস্থ উট প্রান্তরে থাকে। পরে কোন চর্মরোগগ্রস্থ উট এদের সাথে মিশে সবগুলো চর্মরোগে আক্রান্ত করে। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তা যদি হয় তবে প্রথমটিকে কে রোগাক্রান্ত করেছিল?

٥٣٦١ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوَي وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَالُ ، قَالُوْا وَمَا الْفَالُ ؟ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ -

৫৩৬১ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ (রোগের মধ্যে) কোন সংক্রমণ নেই এবং শুভ-অশুভ নেই আর আমার নিকট 'ফাল' পছন্দীয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'ফাল' কী? তিনি বললেন ঃ উত্তম কথা।

٢٣٢٦. بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي سَمِّ النَّبِيِّ ﷺ رَوَاهُ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২৩২৬. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -কে বিষ পান করানো প্রসঙ্গে উর্‌ওয়া (র) বর্ণনা করেছেন 'আয়েশা (রা) থেকে, তিনি নবী ﷺ থেকে

٥٣٦٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ شَاةٌ فِيْهَا سَمٌّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَمِّعُوْا لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنَ الْيَهُوْدِ فَجَمَعُوْا لَهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ ، فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ ؟ فَقَالُوْا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَبُوْكُمْ ؟ قَالُوْا أَبُوْنَا فُلاَنٌ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَذَبْتُمْ بَلْ أَبُوْكُمْ فُلاَنٌ ، فَقَالُوْا صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ ، فَقَالَ هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ ؟ فَقَالُوْا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، وَإِنْ كَذِبْنَاكَ عَرَفْتَ كِذْبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِيْنَا ، قَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَهْلُ النَّارِ ؟ فَقَالُوْا نَكُوْنُ فِيْهَا يَسِيْرًا ثُمَّ تَخْلُفُوْنَنَا فِيْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اخْسَئُوْا فِيْهَا وَاللهِ لاَ نَخْلُفُكُمْ فِيْهَا أَبَدًا ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ ؟ قَالُوْا نَعَمْ ، فَقَالَ هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا ؟ فَقَالُوْا نَعَمْ ، فَقَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ ؟ فَقَالُوْا أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيْحُ مِنْكَ ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرُّكَ -

banglainternet.com

৫৩৬২ কুতায়বা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার যখন বিজয় হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হাদীয়া স্বরূপ একটি (ভুনা) বক্‌রী প্রেরিত হয়। এর মধ্যে ছিল বিষ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এখানে যত ইয়াহূদী আছে আমার কাছে তাদের জমায়েত কর। তাঁর কাছে সবাইকে জমায়েত করা হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের সম্বোধন করে বললেন ঃ আমি তোমাদের নিকট একটি বিষয়ে জানতে চাই, তোমরা কি সে বিষয়ে আমাকে সত্য কথা বলবে? তারা বললো ঃ হাঁ, হে আবুল কাসিম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের পিতা কে? তারা বললো ঃ আমাদের পিতা অমুক। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা মিথ্যে বলেছ বরং তোমাদের পিতা অমুক। তারা বললো ঃ আপনি সত্য বলেছেন ও সঠিক বলেছেন। এরপর তিনি বললেন ঃ আমি যদি তোমাদের নিকট আর একটি প্রশ্ন করি, তা হলে কি তোমরা সে ব্যাপারে আমাকে সত্য কথা বলবে? তারা বললো ঃ হাঁ, হে আবুল কাসিম যদি আমরা মিথ্যে বলি তবে তো আপনি আমাদের মিথ্যা জেনে ফেলবেন, যেমনিভাবে জেনেছেন আমাদের পিতার ব্যাপারে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বললেন ঃ জাহান্নামী কারা? তারা বললো ঃ আমরা সেখানে অল্প দিনের জন্যে থাকবো। তারপর আপনারা আমাদের স্থলাভিষিক্ত হবেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরাই সেখানে লাঞ্ছিত হয়ে থাকো। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা কখনও সেখানে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবো না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বললেন ঃ আমি যদি তোমাদের কাছে আর একটি বিষয়ে প্রশ্ন করি, তবে কি তোমরা সে ব্যাপারে আমার কাছে সত্য কথা বলবে? তারা বললো ঃ হাঁ। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা কি এ বক্‌রীর মধ্যে বিষ মিশ্রিত করেছ। তারা বলল ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ কিসে তোমাদের এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে? তারা বললো ঃ আমরা চেয়েছি, যদি আপনি (নবুওয়াতের দাবীতে) মিথ্যাবাদী হন, তবে আমরা আপনার থেকে মুক্তি পেয়ে যাব। আর যদি আপনি (সত্য) নবী হন, তবে এ বিষ আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

٢٣٢٧ . بَابُ شُرْبِ السُّمِّ وَالدَّوَاءِ بِهِ وَبِمَا يُخَافُ مِنْهُ وَالْخَبِيْثُ

২৩২৭. পরিচ্ছেদ ঃ বিষ পান করা, বিষ দ্বারা চিকিৎসা করা, মারাত্মক কিছু দ্বারা চিকিৎসা করা যাতে মারা যাওয়ার আশংকা রয়েছে এবং হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা

٥٣٦٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا -

banglainternet.com

৫৩৬৩ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আবদুল ওহাব (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পাহাড়ের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে, সে জাহান্নামের আগুনে পুড়বে, চিরদিন সে জাহান্নামের মধ্যে অনুরূপভাবে লাফিয়ে পড়তে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করবে, তার বিষ জাহান্নামের আগুনের মধ্যে তার হাতে থাকবে, চিরকাল সে জাহান্নামের মধ্যে তা পান করতে থাকবে। যে ব্যক্তি লোহার আঘাতে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের আগুনের মধ্যে সে লোহা তার হাতে থাকবে, চিরকাল সে তা দ্বারা নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে।

٥٣٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ أَبُوْ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اصْطَبَحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلاَ سِحْرٌ -

৫৩৬৪ মুহাম্মদ (র)..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি সকাল বেলা সাতটি আজ্ওয়া খুরমা খেয়ে নিবে, তাকে সে দিন কোন বিষ অথবা যাদু ক্ষতি করতে পারবে না।

٢٣٢٨. بَابُ أَلْبَانِ الْأُتُنِ

২৩২৮. পরিচ্ছেদ ঃ গাধীর দুধ

٥٣٦٥ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السَّبُعِ * قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ أَسْمَعْهُ حَتَّى أَتَيْتُ الشَّامَ * وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَسَأَلْتُهُ هَلْ تَتَوَضَّأُ أَوْ نَشْرَبُ أَلْبَانَ الأُتُنِ أَوْ مَرَارَةَ السَّبُعِ أَوْ أَبْوَالَ الإِبِلِ ، قَالَ قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا فَلاَ يَرَوْنَ بِذٰلِكَ بَأْسًا فَأَمَّا أَلْبَانُ الأُتُنِ فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُحُوْمِهَا وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَلْبَانِهَا أَمْرٌ وَلاَ نَهْيٌ ، وَأَمَّا مَرَارَةُ السَّبُعِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيُّ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السَّبُعِ -

৫৩৬৫ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... আবূ ছা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বপ্রকার নখরবিশিষ্ট হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন। যুহরী (র) বলেন, আমি সিরিয়ায় চলে আসা পর্যন্ত এ হাদীস শুনি নাই। লায়স বাড়িয়ে বলেছেন যে, ইউনুস (র) ইব্ন শিহাব

banglainternet.com

(র) থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, আমি এ হাদীসের বর্ণনাকারী (আবূ ইদ্‌রীস)-কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, গাধীর দুধ, হিংস্র প্রাণীর পিত্তরস এবং উটের পেশাব পান করা বা তা দিয়ে ওযু করা জায়েয কি না? তিনি বলেছেন ঃ পূর্বেকার মুসলিমগণ উটের পেশাব দ্বারা চিকিৎসার কাজ করতেন এবং একে তারা কোন পাপ মনে করতেন না। আর গাধীর দুধ সম্পর্কে কথা হলো ঃ গাধার গোস্ত খাওয়ার নিষেধ বাণী আমাদের কাছে পৌঁছেছে, কিন্তু তার দুধ সম্পর্কে আদেশ বা নিষেধ কোনটিই আমাদের কাছে পৌঁছেনি। আর হিংস্র প্রাণীর পিত্তরস সম্পর্কে ইব্‌ন শিহাব (র) আবূ ইদ্‌রীস খাওলানী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বপ্রকার নখর বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী খেতে নিষেধ করেছেন।

٢٣٢٩. بَابُ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِيْ الْإِنَاءِ

২৩২৯. পরিচ্ছেদ ঃ কোন পাত্রে যখন মাছি পড়ে

٥٣٦٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ مَوْلَى بَنِيْ تَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ مَوْلَى بَنِيْ زُرَيْقٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِيْ أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَ فِيْ الْأُخْرٰى دَاءً -

৫৩৬৬ কুতায়বা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ যখন তোমাদের কারও কোন খাবার পাত্রে মাছি পড়ে, তখন তাকে সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়ে দিবে, তারপরে ফেলে দিবে। কারণ, তার এক ডানায় থাকে শিফা, আর অন্য ডানায় থাকে রোগ জীবানু।

banglainternet.com